অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

প্রকাশনায় :
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ।
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

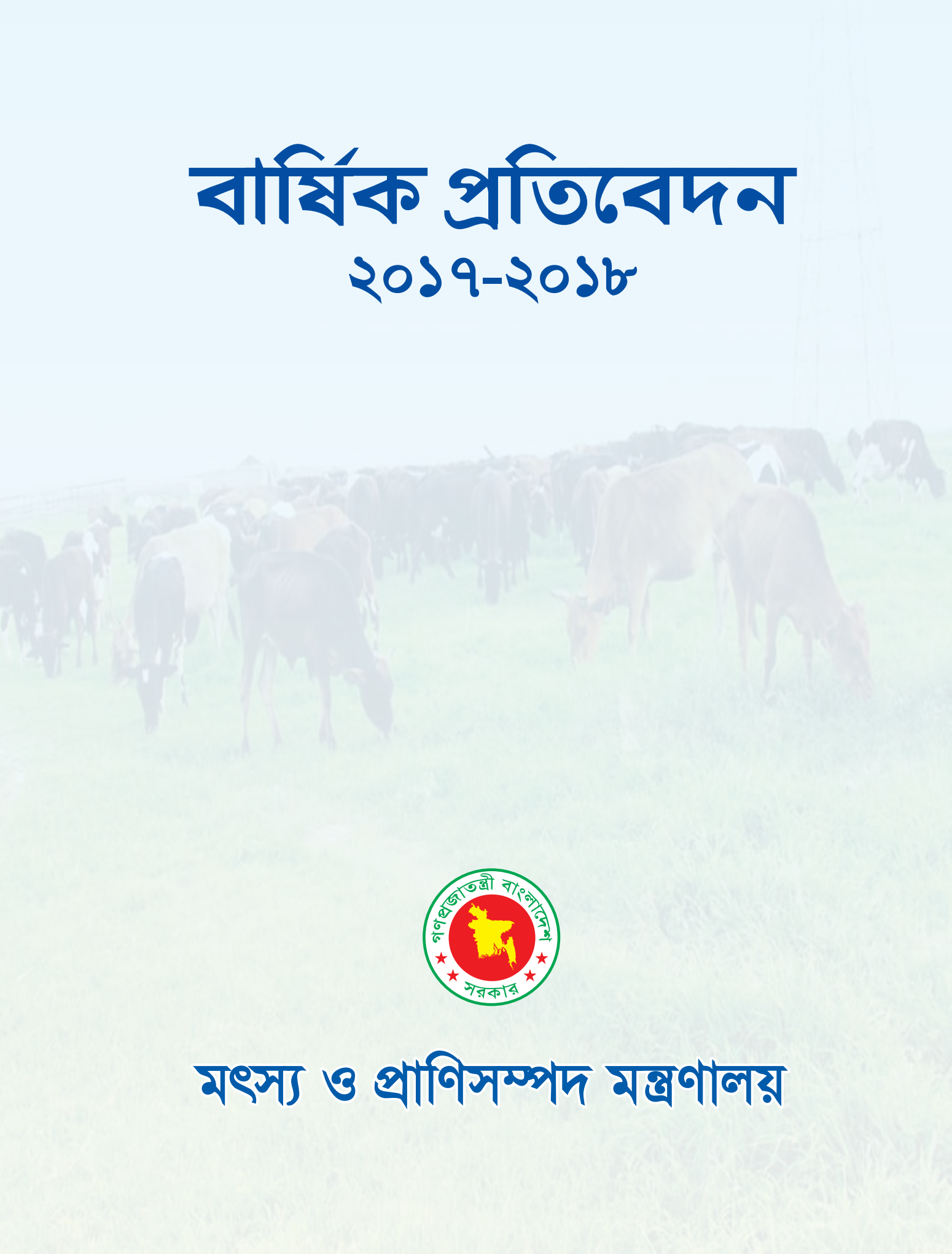

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মোঃ খলিলুর রহমান
+৮৮ ০১৭১১ ১৮৩০২৭

মুদ্রণে
পায়রা ইন্টারন্যাশনাল
২৯১, জমিদার বাড়ী, ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

“মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ”

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

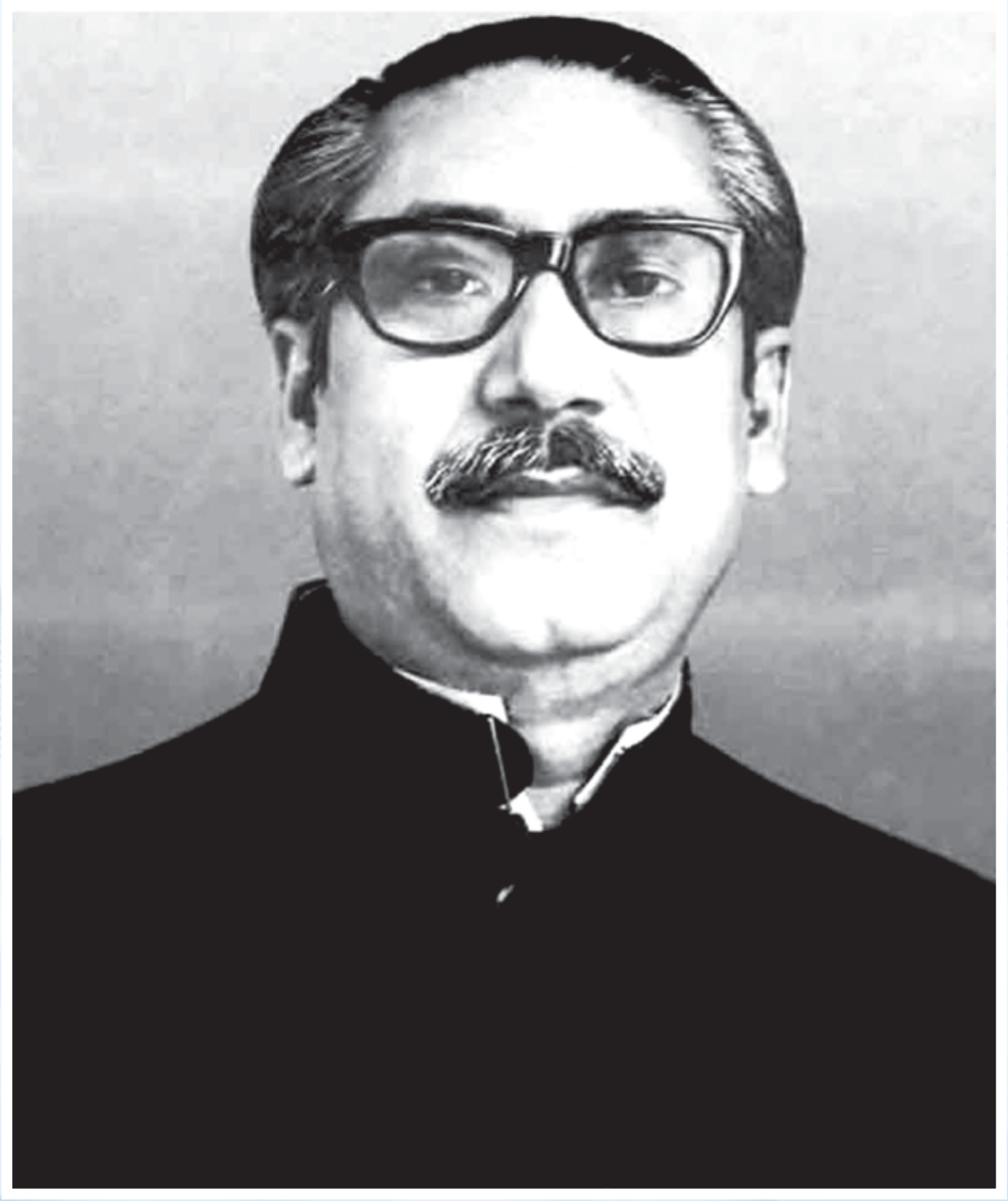

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।
আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮' প্রকাশের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। প্রাণিজ আমিষ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যা সুস্থ সবল জাতি গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আসছে। এর পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন এর অভীষ্ট লক্ষ্য, বেকারত্ব দূরীকরণ, নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ অর্জনকে টেকসই করার লক্ষ্যে এবং ডিম ও দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সাথে একাত্ম হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বলে আমি মনে করি। এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রুপান্তরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করবেন-এই আমার প্রত্যাশা।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮' এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিবিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এ প্রতিবেদনটি তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি)

সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।
আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু মৎস্য চাষের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭৩ সালে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মৎস্য চাষ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল মৎস্য চাষ ও পশু-পাখি লালন পালনের মাধ্যমে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে এদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানাবিধ উদ্যোগ ও প্রণোদনার ফলে আজ দেশ সত্যিই মাছ-মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব, দূরদর্শী পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা ও বিভিন্ন প্রণোদনার ফলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

মৎস্য ও প্রাণিখাতের উন্নয়নকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ খামারীদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) নানা প্রকার বিলুপ্তপ্রায় মাছের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও খামার ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করে প্রাণিখাতের উন্নয়নে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আহরিত মাছের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেরিন ফিশারিজ একাডেমী এ সেক্টরের প্রয়োজনীয় এবং সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনায় দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে চলছে। নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ মাছ-মাংসের পাশাপাশি ডিম ও দুধ উৎপাদনেও অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা ও অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য বেসরকারি উদ্যোক্তা ও খামারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিগত ২০১৭-১৮ বছরে অর্জিত সাফল্য ও সার্বিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এ পুস্তকটি এদেশের সাধারণ মানুষ, খামারী, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও এ পেশায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে বলে আশা করছি।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৮
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৯-৩৪
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৫-৫২
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৩-৬৪
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৫-৭৪
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৭৫-৮৪
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	৮৫-৯০
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	৯১-৯৬
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	৯৭-১০২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

ভূমিকা :

বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁসমুরগী, ডিম ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এদের সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mision) :

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives) :

- মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

১. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
২. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন;
৩. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
৪. মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যাবলী আধুনিকীকরণ;
৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জরিপ এবং চিড়িয়াখানা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
৭. মন্ত্রণালয়ের মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৮. মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, আধুনিকীকরণ ও এ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদন;
৯. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

১০. মৎস্য, দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা;
১১. মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার, আহরণ ও মৎস্য বর্জ্যের ব্যবহার;
১২. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও হিমায়িতকরণ সুবিধার উন্নয়ন;
১৩. মূল্য সংযোজিত মৎস্য পণ্য উৎপাদন;
১৪. সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও তদারকি;
১৫. প্রাণিসম্পদের মান উন্নয়ন;
১৬. ভেটেরিনারি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রমিত মানদন্ড নির্ধারণ এবং ভেটেরিনারি ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
১৭. মৎস্য ও কৃত্রিম মুক্তা চাষ উন্নয়ন;
১৮. শিক্ষণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
১৯. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং
২০. নারী উন্নয়ন ও নারীদের আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি ।

সাংগঠনিক কাঠামো :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ০৪ টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত । অনুবিভাগগুলো হলো (১) প্রশাসন (২) মৎস্য (৩) প্রাণিসম্পদ (৪) সমন্বয় ও আইসিটি । সম্প্রতি আরো ০২টি অনুবিভাগের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । তবে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বর্তমানে ০৮টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । অনুবিভাগগুলোর অধীনে মোট ২৫টি শাখা/অধিশাখা রয়েছে । মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৫২ জন । এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৮টি অধিদপ্তর/সংস্থা রয়েছে । এগুলো হচ্ছে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর ।

আইন ও বিধি প্রণয়ন :

সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিলকৃত হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ হালনাগাদ করতঃ নতুন আকারে বাংলায় আইন প্রণয়নের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ০৫টি অর্ডিন্যান্স বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী করে খসড়া প্রস্তুত করা হয় । তন্মধ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮, সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৮ ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৮ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনসহ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে । আশা করা যায় এ ০৪টি আইন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মধ্যে আইন হিসাবে মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হবে । অন্যদিকে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে । এছাড়া পুরনো 'The Cruelty to Animal Act, 1920' যুগোপযোগি করে বাংলা ভাষায় 'প্রাণি কল্যাণ আইন, ২০১৮' এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনসহ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে । তাছাড়া বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির বিবেচনাধীন আছে । যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপনের জন্য নীতিমালা ২০১৭, প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ নীতিমালা ২০১৮, নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের প্রণোদনা সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৮, সরকারী খামার হতে রেণু/পোনা বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নিশ্চিত করার

নীতিমালা ২০১৮, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guideline) ২০১৮ এবং মৎস্যচাষ নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সকল আইন, নীতিমালাগুলো বর্তমান পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ সকল আইন ও নীতিমালা প্রণীত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রাণিসম্পদ খাতের সাফল্য :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থাসমূহের সম্মিলিত কার্যক্রমের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। এ অর্জনকে ধরে রাখার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেও এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। প্রাণিজ আমিষ তথা মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের আপামর জনসাধারণ, উদ্যোক্তা ও চাষি-খামারিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়।

"প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, ২০১৮" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ

"বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ৫ দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৮ উদ্বোধন করেন। প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে স্কুলফিডিং (ডিম/দুধ), প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মেলা, প্রজেনী প্রদর্শনী, সেমিনার, সরকারি/ বেসরকারি টিভিতে টকশো-র আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর সেবা সপ্তাহ পালন করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জনগণের মাঝে পশু-পাখি পালনের গুরুত্ব বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সেবা জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য অঙ্গিকারাবদ্ধ।

মৎস্য খাতের সাফল্য :

প্রতি বছরের ন্যায় মাছ চাষে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছরেও "স্বয়ংসম্পূর্ণ মাছে দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৮ পালিত হয়। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি, মৎস্য মেলা, সেমিনার, র‍্যালি, সরকারি/বেসরকারি টিভিতে টকশো'র আয়োজন করা হয়।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ' ২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সফল মৎস্যচাষী/উদ্যোক্তা/গবেষকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারাদেশে ২৭১.৮৮ মেট্রিক টন মৎস্য পোনা অবমুক্ত করা হয়। মৎস্য অবমুক্তকরণ কার্যক্রম দেশে জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের মজুদ, সংরক্ষণ এবং ক্রমাগত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মৎস্য অধিদপ্তর বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ এ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) :

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির অধীনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভিলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৫ টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৬৩ টি কার্যক্রম এবং ০৪টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ২২টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৬.৭২ নম্বর অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রাথমিক মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় ৯৬.৯২ নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। ১১জুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীনস্থ ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিতভাবে কর্মসম্পাদন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) :

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্রসহ সব ধরনের দ্রারিদ্রের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানই ছিল এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকাশিত এসডিজি Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১১টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead, ০৩টিতে Co-lead এবং ৩০টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত একজন যুগ্ম-সচিবকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ১৪ নং অভীষ্টের সাথে এ মন্ত্রণালয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এ অভীষ্টের ৬টি লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় Lead হিসেবে কাজ করছে। টেকসই মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও এর মজুদ নির্ণয়ের জন্য "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" জাহাজযোগে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৮টিসহ এ পর্যন্ত মোট ১৬টি ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী"

পরিচালিত ১৬টি ক্রুজের মাধ্যমে ২৯৮ প্রজাতির মাছ, ২৩ প্রজাতির চিংড়ি, ১৬ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১২ প্রজাতির সেফালোপোডসহ মোট ৩৪৯ টি প্রজাতি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) খাদ্য নিরাপত্তা তথা উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, কর্মসংস্থান, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্রতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি টার্গেটসমুহ রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকায় দেশে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন (প্রাক্কলিত) মাছ, ৭২.৬০ লক্ষ মে.টন মাংস, ১৫৫১.৬৬ বিলিয়ন ডিম ও ৯৪.০৬ লক্ষ মে.টন দুধ উৎপাদিত হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য, চিংড়ি এবং প্রাণিসম্পদ ও উপজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানির জন্য ইতোমধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ৩টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, ২টি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫টি ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রামস্থ মেরিন ফিশারিজ একাডেমী হতে প্রতিবছর সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ১০০ জন ক্যাডেট তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসডিজি'র বিভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। এসডিজি'এর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৮টি প্রকল্প চলমান ছিল। তন্মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ম্যানুয়াল সেবাকে ই-সেবায় রুপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুম বুকিং এবং লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য ২ টি ই-সেবা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে।

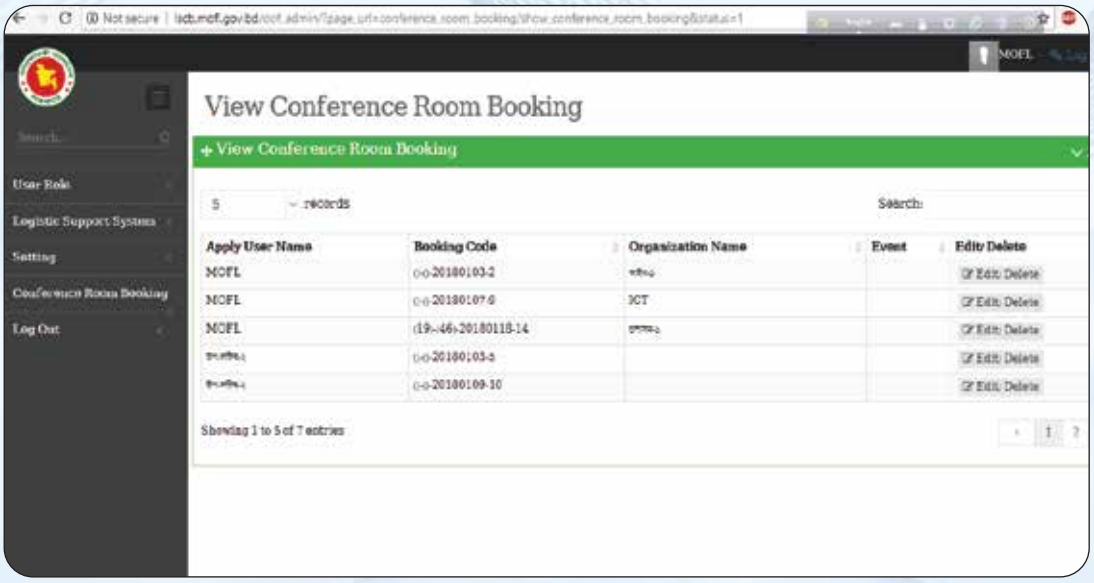

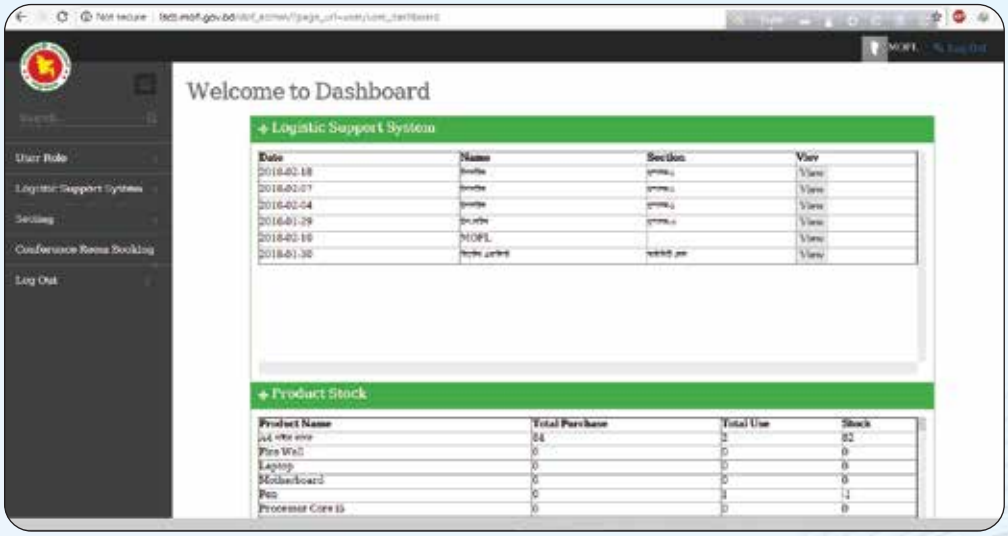

তাছাড়া, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য ডিজিটাল সেবায় রুপান্তরের জন্য ইতোমধ্যে পিডিএস এর কাজ শুরু করা হয়েছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

১. নিজ অফিসের সেবা সহজিকরণ অথবা সেবার ইনোভেশন :

মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ সহজে প্রাপ্তির এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে আগত দর্শনার্থীগণের বসার সুবিধার্থে একটি অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সময় ও চাহিদার সাথে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

২. ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম :

এ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে শতভাগ ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ই-ফাইলিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন

৩. আইডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও স্কেল-আপ :

ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরে মেন্টর নিয়োগ করা হয়েছে। মেন্টরগণ উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বা কোন অসুবিধা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সহায়তা করছে। মন্ত্রণালয়ে ০১ (এক) টি আইডিয়া বক্স স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত মাসিক ইনোভেশন কমিটির সভায় ইনোভেশন বক্স থেকে প্রাপ্ত আইডিয়া আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া ইনোভেশন আইডিয়াগুলো স্কেল আপ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি করে শোকেসিং করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে একটি শোকেসিং এর আয়োজন করেছে। শোকেসিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভাবনী আইডিয়াকে স্কেল আপ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪. অধঃস্তন অফিসের ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি :

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ইনোভেশন কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্ভাবন উদ্যোগ নিয়ে ০৩ টি শো করা হয়েছে। ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সংক্রান্ত সভা

৫. প্রশিক্ষণ :

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কর্মকর্তাগণকে ০২ (দুই) দিনের ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ই-ফাইলিং এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। a2i কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২০১৭-২০১৮ বর্ষে ৩৯৯ জন কর্মকর্তা দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/ওয়ার্কশপ/শিক্ষা সফর ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০০৩ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কর্মকালীন (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬. ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদান :

ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পৃথক কোড ('৪৮২৯-গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়') খোলা হয়েছে এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। তাছাড়া অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ পরিচালন ব্যয় বাজেট হতে বিধিসম্মতভাবে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৭. পুরস্কার প্রদান :

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর সমূহের ০৩ (তিন) জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ০২ (দুই) জনকে প্রণোদনা হিসেবে বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তর হতেও ইনোভেটরগণকে নানা রূপ প্রণোদনা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৮. পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং :

সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিত করে তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাছাড়া উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে a2i এর কর্মকর্তাগণের পরামর্শ ও সহায়তা নেয়া হচ্ছে।

৯. সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার :

সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া এবং মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসহ সার্বিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অধিনস্থ দপ্তরসমূহের ফেইসবুক লিংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.mofl.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে।

ব্লু ইকোনমি :

মৎস্য সম্পদের মজুদ বিষয়ে জরিপ কার্যক্রম :

অর্জিত সমুদ্র সীমায় মৎস্যসম্পদ আহরণের নিমিত্ত মৎস্য গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীন সন্ধানী" বিগত ১৯/১১/২০১৬ তারিখ উদ্বোধন করা হয়েছে। "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্পের মাধ্যমে এ জরিপ জাহাজ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ০৮টি ক্রুজ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত ক্রুজের মধ্যে রয়েছে শ্রিম্প-০৩টি, ডিমার্সেল ০২টি, পেলাজিক ০২টি এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র ০১টি সহ মোট ০৮টি।

Acoustic Survey :

গভীর সমুদ্রে Acoustic Survey এর জন্য FAO এর মাধ্যমে নরওয়ে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। নরওয়ে সরকার ইতিবাচক সাড়া দেয়ায় গত ২৮-০৩-২০১৮ তারিখ ERD এবং FAO এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মতে FAO এর সহায়তায় বিশ্বখ্যাত গবেষণা জাহাজ Dr. Fridtjof Nansen গত ০২-১৭ আগষ্ট, ২০১৮ বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদের উপর এ্যাকুয়াস্টিক সার্ভে পরিচালনা করেছে। এ গবেষণা কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৮ জন্য বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এ সদস্য পদ লাভ :

গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী উচ্চ অভিগমন প্রবণ (Highly Migratory) টুনা জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এ সদস্য এবং অন্যান্য Regional Fisheries Management Organization এ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করায় ইতোমধ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ IOTC এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে।

উন্নয়ন প্রকল্প :

ক. বঙ্গোপসাগরের ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের জন্য "গভীর সমুদ্রে টুনা আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ. Bangladesh Sustainble Coastal and Fisheries Project :

IDA এর সহায়তায় প্রায় ২২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে Illegal Unreported Unregulated (IUU) ফিশিং বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকরী Monitoring Control Surveillance (MCS) পদ্ধতি চালু করা যাবে। তাছাড়া অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হবে।

গ. সী উইড :

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত এপ্রিল মাসে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হয়েছে।

ঘ. মেরিন প্রটেক্ট এরিয়া (MPA) ঘোষণা :

সমুদ্রের জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য USAID এর সহযোগিতায় সমুদ্রের ৯০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে মেরিন প্রটেক্ট এরিয়া ঘোষণার প্রস্তুতির কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন :

গত ১৪-১৫ জুলাই চট্টগ্রামে Safety of Life at Sea (SOLAS) বিষয়ে ০২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। Mariculture ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশে ৫৩ জন এবং দেশে ১০৭৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মেরিন ফিশারিজ একাডেমী হতে প্রতিবছর নটিক্যাল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিশ প্রসেসিং বিষয়ে ৮০ জন দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে।

লং লাইনার ও পার্স সেইনারের অনুমতিপত্র :

গভীর সমুদ্রে টুনা এবং টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য ০৪টি লং লাইনার ফিশিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ০৯ (নয়) টি লং লাইনার ও ০৭ (সাত) টি পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ না করায় অনুমতিপত্রের সময়সীমা উর্ত্তীণ হওয়ার পর ০৩টি লং লাইনারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

নাগরিক সংলাপ :

গত ২৫/০৩/২০১৮ ইং তারিখ "Sustainable Marine Fisheries Management in Bangladesh: Perspective Blue Economy" শীর্ষক নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয়। এ সংলাপে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, পিকেএসএফএর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, FAO এর প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমন্ডলী, এনজিও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। নাগরিক সংলাপে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মূল্যবান মতামত পাওয়া গেছে। কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ সকল মতামত অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্থায়ী কমিটিকে এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় অবহিত করা হয়। স্থায়ী কমিটির দিক নির্দেশনা এবং সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী (পরিচালন ও উন্নয়ন) :

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০১৭-১৮	২০১৭-১৮
সচিবালয়		
মোট পরিচালন	১৯৪৩.৭০	১৯৫৫.৭০
মোট উন্নয়ন	৩৭০৪.০০	০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৫৬৪৭.৭০**	**১৯৫৫.৭০**
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা		
মোট পরিচালন	৭১.০০	৭৮.৫০
মৎস্য অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	২৫৬৫৪.৯২	২৫৯৭৪.০০
মোট উন্নয়ন	৩৯৭০১.০০	৩৪৯৬১.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬৫৩৫৫.৯২**	**৬০৯৩৫.০০**
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৫৬৬৬৮.০০	৫৮৭৫৫.৪৭
মোট উন্নয়ন	৪৫৪৩২.০০	৩৮৬৮৪.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১০২১০০.০০**	**৯৭৪৩৯.৪৭**
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী		
মোট পরিচালন	৭৫৩.০০	৭৫৩.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৭৫৩.০০**	**৭৫৩.০০**
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর		
মোট পরিচালন	২৬৩.০০	২৬৪.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**২৬৩.০০**	**২৬৪.০০**
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ		
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩১৬০.০০	৩০২৭.০০
মোট উন্নয়ন	১৩৪৫.০০	১৩৩০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৪৫০৫.০০**	**৪৩৫৭.০০**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী (পরিচালন ও উন্নয়ন) :

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	২৮৩৬.০০	২৮৩৬.০০
মোট উন্নয়ন	৩৮৫৬.০০	৩০৩৮.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬৬৯২.০০**	**৫৮৭৪.০০**
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল		
মোট পরিচালন	৮৪.৩৮	৮৫.৩৮
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৮৪.৩৮**	**৮৫.৩৮**
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
মোট পরিচালন	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	৭৪৩৭.০০	৪৪১২.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৭৪৩৭.০০**	**৪৪১২.০০**
সর্বমোট পরিচালন	**৯১৪৩৪.০০**	**৯৩৭২৯.০৫**
সর্বমোট উন্নয়ন	**১০১৪৭৫.০০**	**৮২৪২৫.০০**
সর্বমোট (পরিচালন+উন্নয়ন)	**১৯২৯০৯.০০**	**১৭৬১৫৪.০৫**

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের উন্নয়ন বরাদ্দ :

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (পিএ)
মৎস্য অধিদপ্তর	৩৪১.২৮	২৪২.৪২	৯৮.৮৬
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)	৩৪.৪৯	৪৩.৪৯	-
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	৬৪.৯৫	৬৪.৯৫	-
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩২৯.৯৮	২২৬.২৯	১০৩.৬৯
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)	২১.৮২	২১.৮২	-
প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ	**৭৯২.৫২**	**৫৮৯.৯৭**	**২০২.৫৫**
থোক বরাদ্দ	**৯১.১৫**	**৯১.১৫**	**-**
মোট	**৮৮৩.৬৭**	**৬৮১.১২**	**২০২.৫৫**

ক্রমিক নং.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মন্তব্য
০১.	গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	মৎস্য অধিদপ্তর
০২.	মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	মৎস্য অধিদপ্তর
০৩.	স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	মৎস্য অধিদপ্তর
০৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	মৎস্য অধিদপ্তর
০৫.	উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)	মৎস্য অধিদপ্তর
০৬.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৭.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প(৩য়) পর্যায় (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৮)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৮.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৮)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৯.	সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (০১/০১/২০১৩ -৩০/০৬/২০১৮)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১০.	বীফ ক্যাটল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৮)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১১.	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৭/২০১৫ -৩১/১২/২০১৭)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১২.	বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প, (বিএফআরআই অংশ) (ফেব্রুয়ারি/২০১৫- জুন/২০১৮)	বিএফআরআই
১৩.	দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (০১ নভেম্বর, ২০১৪ হতে ৩০ জুন, ২০১৮)	বিএলআরআই
১৪.	মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/০৯ হতে জুন/১৮)	বিএফডিসি

বিভিন্ন দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর :

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে ২০১২ সালে স্বাক্ষরিত MOU গত ৫/০৩/২০১৮ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী পরবর্তী ৫ বছর মেয়াদে নবায়নের জন্য MOU স্বাক্ষর করেন। নবায়নকৃত MOU তে দুই বন্ধু প্রতীম দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাত সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এর আওতায় মৎস্য, একুয়াকালচার, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য আমদানী ও রপ্তানি এবং মৎস্য সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্প, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন, পশুপালন, প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, আমদানী-রপ্তানি ইত্যাদি খাত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ বিগত ২৪-০৪-২০১৮ তারিখ Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্যপদ লাভ করে। IOTC একটি আন্ত:সরকার সংস্থা যার দায়িত্ব হলো ভারত মহাসাগরে টুনা ও টুনা জাতীয় মাছের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। উক্ত কমিশন গভীর সমুদ্রে টুনা মাছের মজুদ পর্যবেক্ষণ এবং তা টেকসই স্তরে সংরক্ষণে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে। এই কমিশনে সদস্য পদ অর্জনের ফলে বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় টুনা মাছের মজুদ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অন্যান্য সহযোগী দেশের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি লাভ করে নিজেকে দক্ষ ও সমৃদ্ধ করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সুনীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কম্বোডিয়া সফরকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং Kingdom of Cambodia এর কৃষি, বন এবং মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বিগত ০৪-১২-২০১৭ তারিখ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এর উদ্দেশ্য হলো মৎস্য ও একুয়াকালচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার একটি কাঠামো তৈরি করা। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে ১২টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় যথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরি তথ্য আদান-প্রদান, নিরাপদ মাছ উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, ইন-ল্যান্ড মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া, একুয়াকালচার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণে সহযোগিতা, সম্ভাবনাময় প্রজাতির কৌলি-তাত্ত্বিক উন্নয়ন, স্বাদু পানি ও লবনাক্ত পানির ফিনফিস, চিংড়ি এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির খামার প্রযুক্তির উন্নয়ন, মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের মূল্যমান সংযোজনে সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বিগত ০৪-০৫ জুন, ২০১৮ তারিখে ভারত ও বাংলাদেশের মৎস্য খাতে সহযোগিতা বাস্তবায়ন ও বৃদ্ধির জন্য Joint Working Group (JWG) সভা ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় মোট ০৮ টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যথাঃ Coordinated and holistic management approach to conserve common fishery resources, Exchange of genetically improved fish germplasm to flourish the aquaculture industry, Collaborative research programme in the field of aquaculture and fisheries resource management, Breeding and culture of potential marine fishes and mussels, Exchange of aquaculture and fisheries information and publications, Exchange visit and skill development of the relevant personnel,Training on Data Analysis for Stock Assessment, Strengthening collaboration to implement agreed JWG decisions. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উল্লিখিত MoU, কমিশনের সদস্যপদ এবং Joint Working Group (JWG) এর সম্মত কার্যবিবরণীতে বিধৃত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট :

বিগত ৩০/৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি, ঢাকা-১৯ এর মাননীয় সংসদ সদস্য ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল এর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত চারটি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয় :

১. ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি ।

২. বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা) ।

৩. উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞানসম্মত কৌশল ।

৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচ আই পরীক্ষার জন্য এইচ এন্টিজেন ।

হস্তান্তরিত ৪টি প্রযুক্তি

"রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের "ইনসেপশন ওয়ার্কশপ" :

গত ৬ জুন ২০১৮-এ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন "রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের "ইনসেপশন ওয়ার্কশপ "ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ আইনুল হক । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার ।

"রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" (২য়পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের "ইনসেপশন ওয়ার্কশপ"

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

#	৩৯৯ জন কর্মকর্তা দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ সভা/ ওয়ার্কশপ/ শিক্ষাসফর/ কর্মশালা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।
#	জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০০৩ অনুযায়ী সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীর জন্য বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের বিধান রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কর্মকালীন (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী ৬৪ ঘন্টা (জনপ্রতি গড়ে) কর্মকালীন (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা অব্যাহত থাকবে।

মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পুরস্কার হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের ০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন একজন সংস্থা প্রধানকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়। অপরদিকে, মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কার হিসেবে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে প্রাপ্ত অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা চালু আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অফলাইনে ৩টি এবং অনলাইনে ১টি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ৪টি অভিযোগের মধ্যে ২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
www.fisheries.gov.bd

১. ভূমিকা (Introduction) :

বৃটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম ১৯০৮ সালে মৎস্য অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর ২ বছরের মধ্যে ১৯১০ সালে মৎস্য অধিদপ্তরকে কৃষি অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করা হয়। পরবর্তীতে Mr.T. Southwell-এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯১৭ সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। ১৯২৩ সালে পুনরায় মৎস্য অধিদপ্তরের স্বাধীন সত্ত্বা বিলুপ্ত করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৪২ সালে Dr. M. Ram Swami Naidu-এর সুপারিশের ভিত্তিতে আবার এটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্র্য মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives) :

- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যেমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Key Intervention) :

- মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
- মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
- মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
- আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান;
- মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
- পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; এবং
- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ।

৬. মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল :

১. রাজস্ব খাতে

- ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদ ১২৯৮টি
- ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদ ৩৩৩টি
- ২য় শ্রেণির পদ ৬৬১টি
- ৩য় শ্রেণির পদ ২১০১টি
- ৪র্থ শ্রেণির পদ ১৫২৫টি

মোট জনবল = ৫৯১৮

২. উন্নয়ন প্রকল্পে

- ১ম শ্রেণির পদ ১৩৭টি
- ২য় শ্রেণির পদ ১৩টি
- ৩য় শ্রেণির পদ ৮৫২টি
- ৪র্থ শ্রেণির পদ ১৩৩টি

মোট জনবল = ১১৩৫

৭. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা :

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ । দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক- চতুর্থাংশের বেশি (২৫.৩০ শতাংশ) মৎস্য খাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮) । বিগত দশকে মৎস্যখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ও স্থিতিশীল । দেশের রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্যখাত হতে । দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে । জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও সমাজ-বান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও

ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ' ২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ

সমৃদ্ধ আগামী প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সমুদ্র বিজয়ের ফলে সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ সালে মাছের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন। উক্ত অর্থবছরে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদন হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২০১৭-২০১৮ বছরে ৮৪ হাজার মে.টন বেশি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey (HIES) ২০১৬ অনুযায়ী জনপ্রতি প্রতিদিন মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রাম-এ দাঁড়িয়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত দশকে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মৎস্য অধিদপ্তর বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ এ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছে। খাতওয়ারী মৎস্য সেক্টরে বিগত অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি :

সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৬-১৭ সালে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪১.৩৪ লক্ষ মে.টন যা লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে ৮৪ হাজার মে.টন বেশি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদন হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ সালে মাছের এ উৎপাদন (৪১.৩৪ লক্ষ মে.টন), ২০০৮-০৯ সালের মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৫৩ শতাংশ বেশি। আরও উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন। কাজেই ৩৪ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, যথা-নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ২৭ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়-পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের, পেন কালচার ও খাঁচায় মাছ চাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ কি.মি. এবং সমুদ্র উপকূল ৭১০ কি.মি.। বিগত ৩৪ বছরের খাতওয়ারি উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬২.৫৯ শতাংশ হলেও ২০১৬-১৭ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.১৪ শতাংশে।

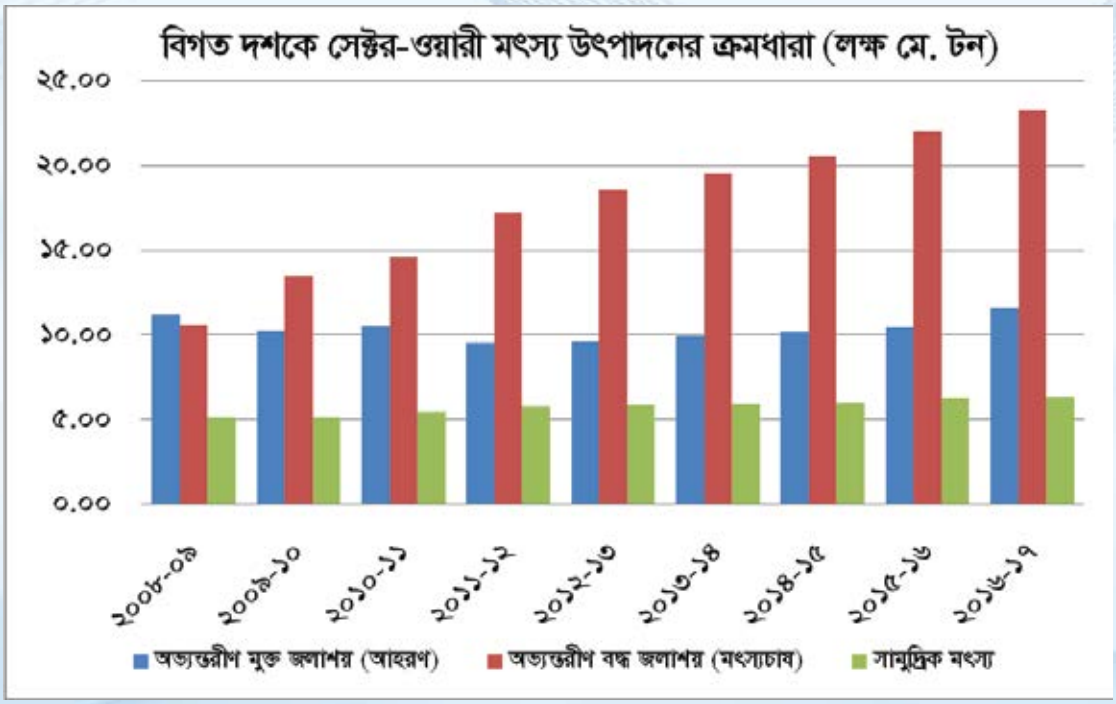

অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.৪৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন হ্রাস না পেলেও বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের বিশাল সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

খ. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে কার্প জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনে নিরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ সালে দেশের ৩.৮৫ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় মৎস্য উৎপাদন ৪.৭৬৫ মে.টন। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫.০০ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় জলজসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশের খরা প্রবণ ও বরেন্দ্র এলাকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৫,৪৮৮ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। বাঁওড় সমৃদ্ধ যশোর এলাকার মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর যশোর এলাকায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জনগণের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁওড়সহ বিভিন্ন জলাশয়ের সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। মাছচাষ ও বিভিন্ন সহযোগী কার্যক্রম যেমন-মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, নার্সারি স্থাপন, বিপন্নপ্রায় দেশীয় মাছের পোনা মজুদ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের

প্রবাহমান নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ

উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর আওতায় পার্বত্য এলাকায় ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য এলাকার জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া মাছচাষ ছাড়াও উন্নয়নকৃত এ সকল জলাশয়ের পানি সেচ, গৃহস্থালী ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৬৬০০ জন সুফলভোগীকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, উন্নয়নকৃত ক্রীকে বার্ষিক প্রায় ২,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য অপর একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

গ. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ :

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ির খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের পানির গভীরতা বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিং এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি ঘের রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিশ-এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর প্রটোকল তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরও একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। চাষি পর্যায়ে এসপিএফ (Specific Pathogen Free-SPF) বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ির পিএল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারিতে এসপিএফ পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭ সালে প্রায় ১৮ কোটি এসপিএফ পিএল চাষির খামারে সরবরাহ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি খামারে উৎপাদিত চিংড়ি

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ এর আওতায় পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-১৭ সালে ২,৪৬,৭৭৪ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন অব্যাহত রয়েছে।

ঘ. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন :

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। আবহমানকাল হতে ইলিশ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজ আমিষের যোগান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ইলিশ স্বাদে ও গন্ধে সেরা। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রয়েছে ইলিশের কদর। সম্প্রতি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ-এর ভৌগলিক নিবন্ধন প্রদান করেছে। ভৌগলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্ত ইলিশ এবার নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে হাজির হবে। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ এখন থেকে বিশ্বে ইলিশের দেশ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। সরকার এ সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ।

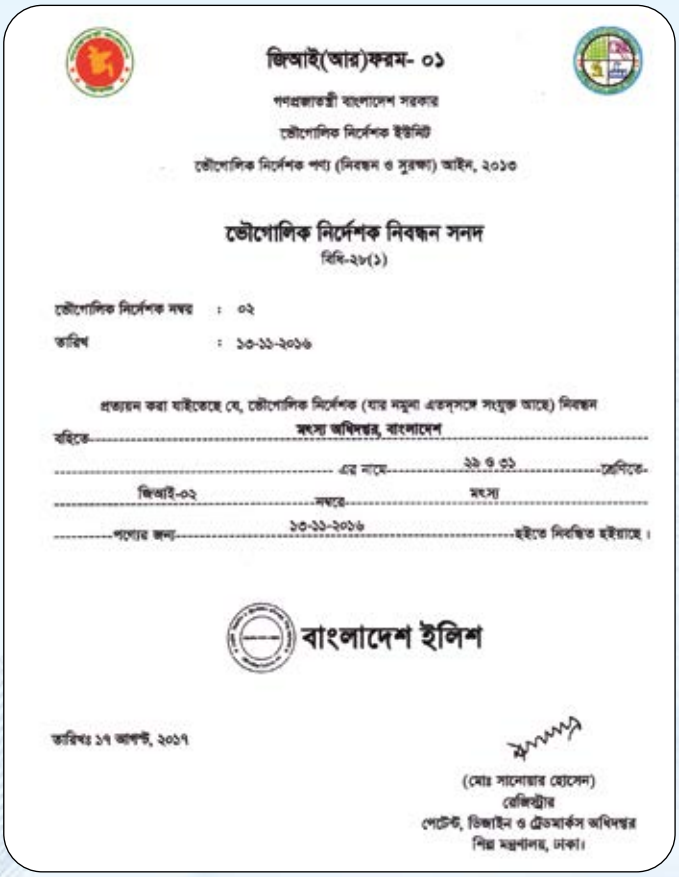

জিআই(আর)ফরম- ০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩

ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ

বিধি-২৮(১)

ভৌগোলিক নির্দেশক নম্বর : ০২

তারিখ : ১৩-১১-২০১৬

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ভৌগোলিক নির্দেশক (যার নমুনা এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত আছে) নিবন্ধন বহিতে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর নামে ১১ ও ৩১ শ্রেণিতে জিআই-০২ নম্বরে মৎস্য পণ্যের জন্য ১৩-১১-২০১৬ হইতে নিবন্ধিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ ইলিশ

তারিখঃ ১৭ আগস্ট, ২০১৭

(মোঃ সানোয়ার হোসেন)
রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ইলিশ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা। প্রজননক্ষম মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন ও পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ রয়েছে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে বিদ্যমান ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমের সাথে বরিশাল জেলায় ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম ঘোষণার চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। কারেন্ট জালের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন :

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত চার বছরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ৩২৯৪.৩৫ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৩৬০০টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ সালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব খাতের আওতায় মোট ৫০০ মে.টন পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং স্থাপিত বিল নার্সারির সংখ্যা ৩৮৫টি। এর ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় ২,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন :

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট এসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা-একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, বাইম, ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন :

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মাছের আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য পুকুর পূণ:খনন ও সংস্কার

এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত নয় বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩,০৯২ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ সালে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩০৯ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

জ. মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ :

রুই-কাতলা জাতীয় মাছের একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কি:মি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সবধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদী তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আট বছরে হালদা নদী থেকে কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানসম্পন্ন মোট ৩,৫৬৬ কেজি রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদিত হয়। ২০১৮ সালে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ২২৭ কেজি। মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় হালদার তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেণু সরবরাহ করে থাকে।

ঝ. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন :

মৎস্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে নিয়ে সরকার ইতোমধ্যেই বেশকিছু নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রণীত এসব আইনের আওতায় মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, ২০০২ এর মাধ্যমে কারেন্ট জালের সংজ্ঞা এবং এর উৎপাদন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার, পরিবহণ ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ। মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও কারেন্ট জাল উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে সরকার এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৭ মে ২০১৫ এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance 1983 (Ordinance No.XXXV of 1983) এর Section 55-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, 1983 এর Rules 18 এর পর নতুন Rule 19 সংযোজন করা হয়েছে। এ নতুন রুলের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ রয়েছে। গত ২ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সভা বৈঠকে মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে, যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

ঞ. জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান :

প্রকৃত মৎস্যজীবী/জেলেদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দূর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) এবং জলদস্যুর আক্রমণ, বাঘের থাবা, কুমির ও সাপের কামড়ের কারণে জীবননাশ ঘটা জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদকালে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৫৮৭টি জেলে পরিবারকে মোট ২৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই রাজস্ব খাতে কোড খোলা হয়েছে।

ট. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল সমুদ্র এলাকায় মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে মাছের বংশ বৃদ্ধি ও মজুদ অক্ষুন্ন রেখে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। আর এজন্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আর ভি মীন সন্ধানী নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে তিন ধরনের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা (যেমন-চিংড়ি মজুদ, ডিমার্সাল/তলদেশীয় মজুদ ও পেলাজিক/উপরিস্তরের মজুদ নির্ণয়) করা হচ্ছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর.ভি.মীন সন্ধানী"

ইতোমধ্যে আর ভি মীন সন্ধানী ১৬টি ক্রুজ সম্পন্ন করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২৯৮ প্রজাতির মৎস্য, ২৩ প্রজাতির চিংড়ি, ১৬ প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান ও ১২ প্রজাতির সেফালোপড (মোলাস্ক) চিহ্নিত করা হয়েছে। চলমান ট্রলিং-এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন স্পটের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যা উক্ত এলাকার মৎস্য সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতা নির্ধারণ, নতুন প্রজাতি শনাক্তকরণ এবং এদের সহনশীল মাত্রায় আহরণ এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে।

এছাড়া অতি সম্প্রতি এফএও-এর সহযোগিতায় Dr. Fridtjof Nansen নামক জরিপ জাহাজ ২-১৭ আগস্ট ২০১৮ বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে জরিপ পরিচালনা করে। উল্লিখিত সময়ে অত্যাধুনিক জরিপ জাহাজটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য নির্ণয়ের পাশাপাশি পানি ও মাটির গুণাগুণ এবং সামুদ্রিক দূষণ বিষয়ে জরিপ কাজ পরিচালনা করে এবং অচিরেই গৃহীত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রদান করবে। সমৃদ্ধ হবে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের চলমান জরিপ ও মজুদ নির্ণয় কার্যক্রম। একই সাথে SDG এর Goal 14 (Life below water) এর আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়ন ও সহনশীল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project in Bangladesh: Preparation Facility শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে Good Governance and Sustainable Fisheries Management, Community Empowerment, Sustainable Livelihoods and Nutrition, Sustainable Economic Growth, প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রায় ১৮৬৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় মাছ আহরণের একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে বেশকিছু কার্যক্রম ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম-সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৭/০২/২০১৭ তারিখে অনুমোদন, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩৩টি ট্রলারে ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম ডিভাইস সংযোজন এবং এর মাধ্যমে ডিভাইস সংযোজনকৃত ভেসেলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, ৬৭,৬৬৯টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের ডাটাবেইজ প্রণয়ন, দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ ইত্যাদি অন্যতম। মেরিটাইম সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী, শিক্ষক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিসহ মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকলের দায়িত্বশীল ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পাইলট কান্ট্রি হিসেবে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং IOTC এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। ব্লু-ইকোনমির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য এ পর্যন্ত ১০টি লং লাইনার ও ৭টি পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলারের লাইসেন্স মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছের আহরণ বাড়ার পাশাপাশি মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে বলে আশা করা যায়।

ঠ. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ :

মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতার মান বিচারে এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ISO 17025:2005 এর মান অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন টেস্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতার সাথে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে চলেছে। বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এনআরসিপি (National Residue Control Plan- NRCP) বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬২৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে।

এনআরসিপি কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য এনআরসিপি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। বিগত ২০-৩০ এপ্রিল ২০১৫ সময়কালে EU-FVO Audit Team ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের Official Control System এবং Residues & Contaminants Control System এর ওপর অডিট পরিচালনা করে। এ সময় অডিট টিম ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, মৎস্য প্রক্রিজাতকরণ কারখানা, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত জাহাজ, মৎস্য ও চিংড়ি খামার সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা (যেমন ডিপো, আড়ত, বরফকল ইত্যাদি) এবং ফিস ফিড মিল, পশু চিকিৎসার ঔষধ বিক্রয়কারী দোকান পরিদর্শন করে। উক্ত অডিট টীমের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক সময়ে খুব স্বল্প সংখ্যক বাংলাদেশি নন-কমপ্লায়েন্ট কনসাইনমেন্ট বিবেচনায় ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের প্রতিটি কনসাইমেন্টের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক দূষণ পরীক্ষা সংক্রান্ত এনালাইটিকাল টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত বিধান বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৮,৯৩৫.৪৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৩০৯.৯৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

ড. জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ :

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও বিপন্ন। জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে এবং জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বেশি হচ্ছে। ফলে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় এনে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মৎস্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন শতকরা ৯৯.৯০ ভাগ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এর বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৪টি, সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ৫টি কার্যক্রমসহ মোট ২৫টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি SDG এর উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বেশ কিছু প্রাথমিক Actions/ projects প্রনয়ণে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের নিমিত্ত নির্ধারণকৃত Actions/projects সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ হলো :

- ২০২০ সালের মধ্যে ১৬টি সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন;
- পরিবেশবান্ধব ফিসিং ভেসেল পরিচালনায় উৎসাহিত/সহায়তা প্রদান;
- সকল ফিসিং ভেসেলে Turtle Extruder Device (TED) চালুকরণ;
- কমপক্ষে ৫ লক্ষ জেলে/মৎস্যজীবীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ২০২০ সালের মধ্যে Marine Protected Area (MPA) হিসেবে ঘোষণার জন্য সম্ভাবনাময় ফিসিং গ্রাউন্ড শনাক্তকরণ;
- জেলে/মৎস্যজীবীদের জন্য আদর্শ গ্রাম স্থাপন;
- Community Based Fisheries Management (CBFM) শক্তিশালীকরণ এবং
- CBFM এর মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এর অডিট শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উপজেলা ও জেলা দপ্তর থেকে ব্রডশিট জবাব সংগ্রহপূর্বক বাছাইকৃত নিষ্পত্তিযোগ্য ব্রডশিট জবাব মহাপরিচালক মহোদয়ের মন্তব্যের জন্য উপস্থাপন করা হয়। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করে থাকে। ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫৬৬টি, মোট টাকার পরিমাণ ৩০৮ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্রডশিটে প্রেরিত জবাবের সংখ্যা ৫৬৬টি। ১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তি হতে ৪৭০টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

একটি সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে। মৎস্য খাতে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করে সেবার মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতকে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ সালে উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ২ লক্ষাধিক মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও এনজিও কর্মীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তৃণমূল পর্যায়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে নবনির্মিত গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট-এ প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ছাত্র ভর্তি সম্পন্ন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম :

ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;
- All Cadre PMIS চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;
- পার্সোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DoF) চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;
- ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ;
- বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের ৫টি শাখা ই-ফাইলিং সিস্টেমের আওতায় এসেছে;
- ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;
- প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং অর্থ বরাদ্দে কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলন এবং
- ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার প্রবর্তন।

১৩. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম :

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের ডায়নামিক ওয়েব পোর্টাল (www.fisheries.gov.bd) কার্যকর রয়েছে। এতে মৎস্য বিষয়ক সকল আইন, বিধি, নীতি-নির্দেশিকা ও সব ধরণের প্রকাশনা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ এ ওয়েবপোর্টাল থেকে মৎস্যচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, ক্রয়-টেন্ডার, বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি ওয়েবপোর্টাল থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর ডট বাংলা ডোমেইন (ফিশারিজ.বাংলা) এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলা TLD এর রাজ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য অনলাইন ডাটাবেইজ ভিত্তিক PDS বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর "ই-প্রশিক্ষণ" ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত সকল প্রশিক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক করার মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজড সফটওয়্যার DoF ERP এর প্রবর্তন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে অনলাইনে চাকুরির আবেদন, এডমিট কার্ড ডাউনলোড এবং ফলাফল দেখার জন্য "ই-রিক্রুটমেন্ট" চালু করা হয়েছে। মাছ ও চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ও রোগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে মোবাইল অ্যাপস প্রস্তুত করার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে LAN এবং WiFi এর মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ই-মেইল ক্লায়েন্ট এবং নিজস্ব ডোমেইনের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে যা DoF Webmail নামে পরিচিত। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আদান-প্রদানকৃত তথ্য নিরাপদ থাকছে। মাঠ পর্যায়ের প্রতি দপ্তরের নামে ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুদ্ধাচার বিষয়ে মোট ৭৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধাচার চর্চা অব্যহত রয়েছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে রিপোর্ট তৈরি, শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অধিদপ্তরে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেমের ব্যবহার, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অনলাইন কনফারেন্স আয়োজন, ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন, দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ব্যবহার, অনলাইন সেবা চালু ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১৫. অভিযোগ/ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

মৎস্য ভবনের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অভিযোগের সবগুলোই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

১৬. উপসংহার :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে 'মাছে-ভাতে বাঙ্গালী' এ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে এদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে মৎস্য সেক্টর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২০-২১ সাল নাগাদ মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা :

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই খাতের উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাত উন্নয়ন ও রোগ নিয়ন্ত্রণে এখাতে রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। এ ধারাবাহিকতায় এ বছর বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৫৪% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪০% (বিবিএস, ২০১৮)। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৬২%। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৩৯৬২৪.৬ কোটি টাকা। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় এ আয় ৪০৪৮.৯০ কোটি টাকা বেশি (বিবিএস, ২০১৭-১৮)। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৪৮৩.৭৭ কোটি টাকা (ইপিবি, ২০১৭-১৮)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৪৫% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু, প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বিগত চার বছরে যথাক্রমে ৩৪.৯৫%, ২৩.৮৯% ও ৪১.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৫৮.১৯ মি.লি/দিন, ১২২.১০ গ্রাম/দিন, ও ৯৫.২৭ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুধ, মাংস ও ডিমের স্থিরকৃত চাহিদা যথাক্রমে ১৫০ মিলি লি./দিন, ১১০ গ্রাম/দিন এবং ৯৫টি/বছরে অর্জিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, পিপিপি এবং আর্ন্তজাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার সম্ভাবনাময় এ প্রাণিসম্পদ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives) :

৪.১। লক্ষ্য :

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫০মিলি/দিন, ১১০ গ্রাম/দিন ও ১০৪টি/বছর পূরণের জন্য দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ৯২.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ৬৮.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৭৬৬.০৬ কোটিতে উন্নীতকরণ।

৪.২। উদ্দেশ্য :

৪.২.১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

৪.২.২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

৪.২.৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৪.২.৪. প্রাণিজাতপণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;

৪.২.৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

৫.১ দুধ, মাংস,ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

৫.২ গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

৫.৩ গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;

৫.৪ গবাদিপশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;

৫.৫ গবাদিপশু-পাখির জাত উন্নয়ন;

৫.৬ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;

৬.৭ প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;

৫.৮ গবাদিপশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৫.৯ গবাদিপশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

৫.১০ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;

৫.১১ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;

৫.১২ প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছিল ১৯৮২ সালে। মূলত পারিবারিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান পদসংখ্যা ৯৪৬২ টি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলাতে প্রাণিসম্পদ দপ্তর রয়েছে। ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার এবং ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার রয়েছে। ২১টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে ৩৯৯৮টি। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষে ০১টি অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। হাঁস-মুরগির ৫০টি খামার, দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার ০৭টি, মহিষ প্রজনন খামার ০১টি, ছাগল উন্নয়ন খামার ০৭টি, ভেড়ার ০৩টি খামার এবং একটি শুকরের খামার রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অধিক জনবল নিয়োগের জন্য একটি নতুন জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) প্রস্তাবটির অনুমোদন কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

৭. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনা :

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ বর্ণিত হলো :

৭.১। "প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৮" উদযাপিত :

২০১৮ সালে দ্বিতীয় বারের মত পাঁচদিন ব্যাপী পালিত হয়েছে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ "বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উদ্বোধন করেন প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ২০১৮।

"প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, ২০১৮" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ

পাঁচ দিন ব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ প্রোগ্রামে স্কুলফিডিং (ডিম/দুধ), প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মেলা, প্রজেনী প্রদর্শনী, সেমিনার, সরকারি/বেসরকারি টিভিতে টকশো এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর সেবা সপ্তাহ পালন করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জনগণের মাঝে পশু-পাখি পালনের গুরুত্ব বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৭.২। দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি :

দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প চলমান আছে। মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য "বীফ ক্যাটেল উন্নয়ন" প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং "আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, দুধ ও মাংসের টেকসই উৎপাদন; বাজার সংযুক্তকরণ এবং ভ্যালু চেইন সিস্টেম উন্নত করা; পশু বীমার উন্নয়ন এবং নিরাপদ পশু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের লক্ষ্যে "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

৫% সুদে পুন:অর্থায়ন কর্মসূচী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ

ক. দুধ উৎপাদন : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন তথা বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সূদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর ১ জুন "দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে ৪টি গরুর জন্য সবোর্চ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেশের ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধক বিহীন ৫% সরলসুদে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি: তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০০ কোটি টাকা খামারীদের মধ্যে ঋণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ৯৪.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৫৮.১৯ মিলি/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক নজরদারির কারণে দুধের উৎপাদন বিগত এক দশকে ৩.১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. মাংস উৎপাদন : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৭২.৬০ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২২.১০ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ গবাদিপশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত কয়েকবছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে মর্মে ঘোষণা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এম পি

সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত। যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ঈদ্-উল-আয্হার গবাদিপশুর হাটগুলোতে। শতভাগ দেশী গরুতে বদলে গেছে গবাদি পশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, ব্রাহমা জাতের মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর সংযোজন এবং সম্প্রসারণ, ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট এবং সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সার্বক্ষণিক নজরদারির কারণে মাংসের উৎপাদন বিগত এক দশকে ৫.৭০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. ডিম উৎপাদন : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ১৫৫২ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ৯৫.২৭ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ভিশন ২০২১ এ জনপ্রতি বছরে ১০৪ টি নিশ্চত করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভবিষ্যতে বিভিন্ন উন্নয়ন এবং কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে "সুস্থ সবল জাতি চাই, সব বয়সেই ডিম খাই" প্রতিপাদ্যকে নিয়ে পালিত হয়েছে "বিশ্ব ডিম দিবস"। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সর্ম্পকে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে আসছে ১৯৯৬ সাল থেকে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সার্বক্ষণিক নজরদারির কারণে ডিমের উৎপাদন বিগত এক দশকে ২.৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

প্রাণিজাত পণ্য	অর্থ বছর				
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
দুধ (মিলি/জন/দিন)	১০৮.৬৬	১২২.০০	১২৫.৫৯	১৫৭.৯৭	১৫৮.১৯
মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	৮০.৬৪	১০২.৬২	১০৬.২১	১২১.৭৪	১২২.১০
ডিম (টি/জন/বছর)	৬৬.২০	৭০.২৬	৭৫.০৬	৯২.৭৫	৯৫.২৭

৭.৩ । কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন :

- দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৩৯৯৮ এর বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপি কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমাণ ছিল ৪২.৮৯ লক্ষ মাত্রা, পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৩৮.৪৫ লক্ষ।

- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৮টি। গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৫টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

- প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দেশের আবহাওয়া উপযোগী সংকর জাতের বীফ ব্রীড উন্নয়নের লক্ষ্যে আমেরিকা থেকে ১০০% ব্রাহামা জাতের হিমায়িত সিমেন আমদানী করে দেশী জাতের গাভীর সাথে প্রজনন করতঃ মাংসল জাতের ব্রাহমা গরুর উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৩৭৮০টি ব্রাহমা জাতের সংকর বাছুর উৎপাদিত হয়েছে এবং ১৭৫৮৩ টি গাভী গর্ভধারণ করেছে।

- দেশী গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভী থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২.২৬ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচিত সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

খামারী পর্যায়ে ব্রাহমা জাতের সংকর গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

সিমেন উৎপাদন,কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর বাছুর উৎপাদনের বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কর্যক্রম	অর্থ বছর				
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৩৮.১০	৩৭.২০	৪১.৫১	৪১.৮২	৪২.৮৯
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	২৯.৭৭	৩২.৫৬	৩৪.৫৪	৩৬.৬৮	৩৮.৪৫
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	৯.৫২	১০.৬৭	১১.৮৫	১২.৩৬	১২.২৬

৭.৪ । গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম :

- চিকিৎসা কার্যক্রমঃ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারাদেশে প্রায় ১১.৫০ কোটি হাঁস-মুরগি এবং প্রায় ২ কোটি গবাদি পশুর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রজাতিভেদে বিগত ৫ বছরে পশুপাখির সংখ্যা :

পশুপাখি (মিলিয়ন)	অর্থ বছর				
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
গরু	২৩.৪৮৮	২৩.৬৩৬	২৩.৭৮৫	২৩.৯৩৫	২৪.০৮৬
মহিষ	১.৪৫৭	১.৪৬৪	১.৪৭১	১.৪৭৮	১.৪৮৫
ছাগল	২৫.৪৩৯	২৫.৬০২	২৫.৭৬৬	২৫.৯৩১	২৬.১০০
ভেড়া	৩.২০৬	৩.২৭০	৩.৩৩৫	৩.৪০১	৩.৪৬৮
মোট গবাদিপশু	৫৩.৫৯০	৫৩.৯৭২	৫৪.৩৫৭	৫৪.৭৪৫	৫৫.১৩৯
মোরগ-মুরগি	২৫৫.৩১১	২৬১.৭৭০	২৬৮.৩৯৩	২৭৫.১৮৩	২৮২.১৪৫
হাঁস	৪৮.৮৬১	৫০.৫২২	৫২.২৪০	৫৪.০১৬	৫৫.৮৫৩
মোট হাঁস-মুরগি	৩০৪.১৭২	৩১২.২৯৩	৩২০.৬৩৩	৩২৯.২০০	৩৩৭.৯৯৮

- টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গরু, ছাগল ও হাঁস মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ২৫ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করেছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা ও জেলা দপ্তরের মাধ্যমে টিকার সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে।

টিকা উৎপাদন, টিকা প্রদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন) :

কর্মকান্ড	অর্থ বছর				
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
গবাদি পশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১২.৩৫৯	১৪.৩১০	১২.৩১১	১৬.১৯৩	১৫.৯৪৩
পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৯৩.২৪২	১৭৭.১৭৮	২২৪.০৭৮	২৩৭.৫৪১	২৩০.৩২০
গবাদি পশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১০.৬৫০	১২.৬৫০	১৩.৭৪০	১৭.৮৫৯	১৫.৭৮০
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৬৬.৪৫০	১৮৬.৬৩২	২২৭.৯৪১	২২৯.৪৪৫	২৪৩.৩৮৫
গবাদি পশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	৫.৫৪৫	৬.৭৫৪	১০.৭৫৭	২০.৭৮০	১৯.২০০
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	৫৭.১৪০	৭০.৭৪৭	৮০.১৭৪	১১৮.৯৫০	১১৩.৯০০

- জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণঃ বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

  অধিকন্তু, ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কল্পে দেশের নদী/সমুদ্র, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৫ । সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদনঃ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামার সমূহে ২৬.১৮ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা, ৬৪৩টি বাছুর, ১৩০৯টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৭৩টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৫৭২টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাঁস-মুরগির খামারগুলিতে ৬.২৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। ডেইরি খামার হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস মুরগির খামার হতে ২৬.১৮ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়।

- অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারের মধ্যে ১৫টি মুরগির হ্যাচারি থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

সিরাজগঞ্জ হ্যাচারি খামার থেকে উৎপাদিত খাকী ক্যাম্বেল জাতের হাঁসের বাচ্চা

- অধিদপ্তরাধীন ০৭টি ডেইরি, ০১টি মহিষ, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার ও ০৩টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার রয়েছে। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

৭.৬ । প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশুখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরীর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৩১৭৪টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১০৯৫০টি।

নির্মাণাধীন প্রাণিসম্পদ উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার

পশু খাদ্যের উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের পুষ্টিগত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১১ জুন, ২০১৮ সালে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালকের দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, মাননীয় মন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষরিত হয়

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৮) :

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদক সূচক	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জন	সাধারণ স্কোর
ক. অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :							
১.গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	১৯.০০	১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন	উৎপাদিত সিমেন	মাত্রা (লক্ষ)	৪.০০	৪২.৮৯	১০০.০০
		১.২ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ	প্রজননের সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.০০	৩৮.৪৫	১০০.০০
		১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রজনন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন করা	প্রজনন কৃত ছাগী	সংখ্যা	১.০০	২৬৮৮	১০০.০০
		১.৪ সরকারি খামারে গাভীর বাছুর উৎপাদন	উৎপাদিত বাছুর	সংখ্যা	১.০০	৬৪৩	১০০.০০
		১.৫ সংকর জাতের গবাদি পশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	তথ্য সংগৃহীত বাছুর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১২.২৬	১০০.০০
		১.৬ সরকারি খামারে ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা	১.০০	১৩০৯	১০০.০০
		১.৭ সরকারি খামারে এক দিনের হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	২৬.১৮	৭০.০০
		১.৮ পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরিক্ষীত নমুনা	সংখ্যা	২.০০	৩১৭৪	১০০.০০
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	৩০.০০	২.১ টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	মাত্রা (কোটি)	৬.০০	২৪.৪৩	১০০.০০
		২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ	টিকা প্রয়োগকৃত পশু পাখির সংখ্যা	সংখ্যা (কোটি)	৬.০০	২৫.৯৭	১০০.০০
		২.৩ রোগ নির্ণয় করা	পরিক্ষীত নমুনা	সংখ্যা	৪.০০	৮২৬৫৬	১০০.০০
		২.৪ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পশু	সংখ্যা (কোটি)	৪.০০	১.৯২	১০০.০০
		২.৫ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত হাঁস-মুরগি	সংখ্যা (কোটি)	৪.০০	১১.৩৯	১০০.০০
		২.৬ গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ	প্রেরীত নমুনা	সংখ্যা	৩.০০	৩০২৯৩	১০০.০০
		২.৭ গবাদিপশু - পাখির ডিজিজ সার্ভিল্যান্স	সার্ভিল্যান্সকৃত রোগ সংক্রমনের সংখ্যা	সংখ্যা	৩.০০	৪৪৬৭	১০০.০০

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৮) :

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদক সূচক	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জন	সাধারণ স্কোর
ক. অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :							
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১৫.০০	৩.১ খামারি প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারী	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.০০	১.২৯	১০০.০০
		৩.২ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন	আয়োজিত উঠান বৈঠক	সংখ্যা	৪.০০	১৯৭৫১	১০০.০০
			উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.০০	১.৯১	১০০.০০
		৩.৩ ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	ঘাস চাষকৃত জমি	একর	৩.০০	৭০১.২৪	১০০.০০
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	১২.০০	৪.১ পশুখাদ্য আইন বাস্তবায়নে খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন	পরিদর্শনকৃত খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারি	সংখ্যা	৪.০০	৪৪১৫১	১০০.০০
		৪.২ খামার রেজিষ্ট্রেশন (পোল্ট্রি)	রেজিষ্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২.০০	৩৯৫	১০০.০০
		৪.৩ খামার রেজিষ্ট্রেশন (গবাদিপশু)	রেজিষ্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২.০০	৪৩৮	১০০.০০
		৪.৪ ফিডমিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রেশন	রেজিষ্ট্রিকৃত ফিডমিল এবং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২.০০	২৬	৭০.০০
		৪.৫ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা	পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	২.০০	৩২৪	১০০.০০
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	৪.০০	৫.১ প্রজনন পাঁঠা বিতরন	বিতরণকৃত পাঁঠা	সংখ্যা	২.০০	৫৭২	১০০.০০
		৫.২ কেনডিডেট বুল তৈরী	তৈরীকৃত বুল	সংখ্যা	২.০০	৪৫	১০০.০০

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট SDG এর Goals and Target ম্যাপিং করা সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, SDG এর খসড়া Action Plan (কর্ম পরিকল্পনা) প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৭২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১২৬টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ২৪২.৫২৩ কোটি টাকা।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম কার্যক্রম। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০৪টি কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩৩৭৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক ২২৯৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক চিত্র পরিবর্তণ হচ্ছে।

১১.১ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে ও ভাগ্য পরিবর্তণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১.২৯ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দু:স্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ :

- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন (বাংলাদেশের সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন করা হয়);
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ পালন প্রযুক্তি;
- প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা উন্নয়নে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রারারণ।

বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন বাংলাদেশ এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোলন করেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ র‍্যালিতে
সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ আরও অনেকে

১১.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার :

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারী কলেজে ৫ বছর মেয়াদি ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে শুরু হয়েছে। ২০১৭-১৮শিক্ষা বর্ষ পর্যন্ত ৫টি ব্যাচে মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এষ্টাবলিশমেন্ট অব ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি' প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে আরও ৩টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্নকর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ই-ফাইলিং শীর্ষক
প্রশিক্ষণ কোর্সে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক

১১.৩ নারীর ক্ষমতায়ন :

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় নারীর ক্ষমতায়ন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি ভূমিকা রাখছে। ফলে, পারিবারিক পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারজাত করণের মাধ্যমে আর্থিক স্বক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম :

- ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ই-ভেট সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এ টু আই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে;
- ৪০টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নে প্রাণি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে "Livestock Diary" Mobile এ্যাপ্স চলমান আছে।
- গ্রাম ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা;
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্টেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গাজীপুর জেলার ০৪টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

১৩. আই সি টি কার্যক্রম :

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি (www.dls.gov.bd) চালু রয়েছে। অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত দেয়া হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচারে কৌশল চর্চার বিবরণ :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

১৫. আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন :

ক্রমবর্ধমান প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনী সহায়তা একান্ত আবশ্যক। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা। গতবছর (২০১৭-১৮) প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে ৩২৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ :

- The Bangle Cruelty to Animals Act, 1920;
- The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962;
- The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982;
- পশুরোগ আইন, ২০০৫;
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫;
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৭;
- জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮;
- পশু রোগ বিধিমালা, ২০০৮;
- মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১;
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩।

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, গো-খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে রয়েছে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিকতা।

১৬. চলমান উন্নয়ন প্রকল্প :

প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৭২৫৫.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্প চলমান আছে এবং ২২ টি উন্নয়ন প্রকল্প পাইপলাইনে আছে। এ সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রাণিজাত পণ্যের value addition সৃষ্টি এবং পশু বীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ সফল হবে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশ প্রাণিজ আমিষ রপ্তানির শীর্ষ দেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিগণের সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভা

১৭. প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয় :

বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর বাণিজ্যিক খামার এবং পশুখাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। মানসম্মত পশু জবাই ও নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ মাংস উৎপাদন এখন সময়ের দাবী। উপরন্তু প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, বহিরাগত সংক্রামক রোগ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে এনিম্যাল কোয়ারেনটাইন, মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজাত পণ্যের বহুমূখীকরন, নতুন রোগের আবির্ভাব এবং প্রাণিজাত পণ্যের রপ্তানীর বিষয়গুলো নতুন করে এ খাতে যুক্ত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও খামারীদের উদ্যোগে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এবং দুধ উৎপাদনে অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

উপসংহার :

প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে দেশে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণ পূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রণীত 'ভিশন-২০২১', টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bfri.gov.bd

ভূমিকা :
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পরিবেশ ও মৎস্য সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে- স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর; লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি; প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া; স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর; নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৬০ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ৪৯টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের আমলে গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision) :
দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :
গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
- দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রমনির্ভর পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- মৎস্য বাণিজ্যিকীকরণ সহায়ক বহুমুখী মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা।

- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী জলজ সম্পদের উন্নয়নে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ।
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন ।
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ।

৫. প্রধান কার্যাবলী :

- জাতীয় চাহিদার নিরীখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচলানা;
- মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমার্শ প্রদান ।

গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'সেরা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বিএফআরআই এর কেআইবি কৃষি পদক ২০১৮ গ্রহণ

৬. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গবেষণা সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ক. বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ :

স্বাদুপানির ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ৬৪টি প্রজাতি বর্তমানে বিপন্ন। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ সকল বিপন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে টেংরা, গুতুম, গুজি আইড়, চিতল, ফলি, কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। ফলে এসব মাছের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় সাম্প্রতিককালে এদের প্রাপ্যতা বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল্য সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে। ইনস্টিটিউটের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্র হতে বিপন্ন ও জনপ্রিয় সুস্বাদু টেংরা মাছের *(Mystus vittatus)* প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। টেংরা মাছের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭ রৌপ্যপদক লাভ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে টেংরা মাছের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭ পদক গ্রহণ

খ. গুতুম ও খলিশা মাছের প্রজনন :

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দেশে প্রথমবারের মতো ২০১৭ সালে মিঠাপানির বিপন্ন প্রজাতির (IUCN 2015) গুতুম মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউটের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্র থেকে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে গুতুম মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনা প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে এবং এর জীনপুল সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। গুতুম মাছ এলাকাভেদে গুটিয়া, গোরকুন, পোয়া, পুইয়া ও গোতরা নামে পরিচিত। গবেষণায় দেখা যায় যে, গুতুম মাছের প্রজননকাল এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস।

দেশে প্রথমবারের মত খলিশা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র থেকে এ প্রযুক্তি উদ্বাবন করা হয়েছে। বিগত ২০১৬ সাল হতে ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুর উপকেন্দ্র প্রাকৃতিক উৎস হতে খলিশা মাছ সংগ্রহ করে পুকুরে ব্রুড প্রতিপালন, ডিম ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়, সঠিক প্রজননকাল চিহ্নিতকরণসহ অন্যান্য গবেষণা পরিচালনা করে।

প্রজননক্ষম গুতুম মাছ

হ্যাচারিতে উৎপাদিত ১ মাস বয়সের পোনা

গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুকুরে ৮-১০ সেমি. (১৫-২০ গ্রামের) খলিশা মাছ পরিপক্ক হয়ে থাকে। মাছটির বয়স, আকার ও ওজন আনুপাতে ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ থেকে ১৩,০০০ এবং প্রজননকাল মে থেকে সেপ্টেম্বর। এসব তথ্যের ভিত্তিতে উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে গত ১২ জুলাই ২০১৭ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছেন। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে খলিশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনা প্রাপ্তি সহজতর হবে এবং চাষাবাদ সম্ভব হবে। সে সঙ্গে প্রকৃতিতে প্রজাতিটি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে এ মাছটিকে খাবারের মাছ ছাড়াও এ্যাকোরিয়াম মাছ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাহারি মাছ হিসেবে এর চাহিদা রয়েছে।

বাহারি মাছ খলিশা *(Colisa fasciatus)*

এছাড়াও, মিঠাপানির বিলুপ্তপ্রায় বরালি *(Baralius barila)* এবং উপকূলীয় অঞ্চলের কাইন মাগুর *(Plotosus canius),* চিত্রা *(Scatophagus argus)* ও দাতিনা *(Pomadasys hasta)* মাছের জীনপুল সংরক্ষণের ওপর বর্তমান ইনস্টিটিউটে গবেষণা চলমান রয়েছে।

বরালি মাছ

কাইন মাগুর মাছ

চিত্রা মাছ

দাতিনা মাছ

গ. স্বাদুপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন :

ইনস্টিটিউট হতে মিঠাপানির ঝিনুকে *(Lamellidens marginalis and L. corrianus)* ইমেজ মুক্তা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৭-৮ মাসেই ঝিনুকে ১টি পুর্ণাঙ্গ ইমেজ মুক্তা তৈরী করা সম্ভব।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে
বিএফআরআই উৎপাদিত মুক্তার তৈরী স্যুভেনির হস্তান্তর

সাধারণত মোম, খোলস, প্লাস্টিক, ষ্টীল ইত্যাদি দিয়ে চাহিদা মাফিক তৈরিকৃত নকশাকে ঝিনুকের ম্যান্টাল টিস্যুর নিচে স্থাপন করে ইমেজ মুক্তা তৈরী করা হয়। ইমেজ মুক্তা উৎপাদনের পাশাপাশি দেশীয় ঝিনুকে (৬০-৭০ গ্রাম) নিউক্লিয়াস অপারেশনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির মুক্তা উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউটে বর্তমানে চলমান রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিউক্লিয়াস অপারেশনের মাধ্যমে দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে (৮-৯ মাস) বড় ও গোলাকৃতির মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব।

ঘ. কৈ মাছের রোগ নিরাময়ে ভেকসিন তৈরি :

কৈ মাছের মড়ক প্রতিরোধে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক দেশে প্রথমবারের মত ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে আমদানিকৃত ভিয়েতনামী কৈ মাছ অতি অল্প সময়ে খামারী পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষাবাদ হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে সারা দেশে বিশেষ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও যশোর অঞ্চলের ৬০-৭০% ভিয়েতনামী কৈ এর খামারে মড়ক দেখা দেয়। অনেক চাষী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে খামারী পর্যায়ে ভিয়েতনামী কৈ মাছের মড়কের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিএফআরআই এর বিজ্ঞানী দল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আক্রান্ত খামার হতে রোগাক্রান্ত ভিয়েতনামী কৈ মাছের নমুনা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত নমুনায় (যকৃত, প্লিহা, কিডনী ও ব্রেইন) বায়ো-মলিকুলার পদ্ধতিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু হিসেবে স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি *(Streptococcus agalactiae)* নামক ব্যাকটেরিয়াকে সনাক্ত করা হয়। গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, ২০১২/২০১৩ সালে ভিয়েতনামী কৈ মাছ অন্যান্য চাষকৃত মাছের তুলনায় বিভিন্ন রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে অধিক সহনশীল ও প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। পরবর্তীতে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাকটেরিয়া বিশেষ করে স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি দ্বারা অতি সহজেই কৈ মাছ আক্রান্ত হচ্ছে এবং খামারে ৬০-৭০% পর্যন্ত মাছ মারা যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, খামারে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের ফলে স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি নামক ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক এ সহনশীল (Resistance) হয়ে গেছে। এজন্যই চাষকৃত কৈ মাছের স্ট্রেপটোকক্কোসিস চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে ভ্যাকসিন তৈরিতে ইনস্টিটিউট থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের রোগ সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ গবেষণাগার
পরিদর্শন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়

অতঃপর স্ট্রেপটোকক্কোসিস রোগ নিয়ন্ত্রণে বিগত তিন বছর গবেষণা পরিচালনা করে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং এতে সফলতা পাওয়া যায়। স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি ব্যাকটেরিয়ার ভ্যাকসিন তৈরি প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে আদর্শ পদ্ধতি (OIE) অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শতভাগ কার্যকর অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বলে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। উল্লেখ্য, মাছের রোগ প্রতিরোধে এটি হবে দেশের প্রথম ভেকসিন উদ্ভাবন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি ও হাইজিন বিভাগ এ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

ঙ. বাঁওড় অঞ্চলে মহিলাদের সম্পৃক্ত করে খাঁচায় মাছ চাষ :

খাঁচায় মাছ চাষ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি জনপ্রিয় মাছ চাষ প্রযুক্তি। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ হচ্ছে। এই প্রযুক্তিটি যশোর অঞ্চলে বিশেষ করে বাঁওড়ে প্রয়োগের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের যশোর উপকেন্দ্র হতে মনিরামপুর উপজেলার ঝাপা বাঁওড়ে প্রমিতকরণ করা হয়। বাঁওড় সন্নিহিত গ্রামের মহিলাদের ১৮ জনের একটি দলকে সম্পৃক্ত করে খাঁচায় গুলশা মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতি ঘনমিটারে ৭–৮ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া গিয়াছে। এতে বাঁওড় নির্ভরশীল মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ও আর্থিক ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মনিরামপুর উপজেলার ঝাপা বাঁওড়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রমিতকরণ

চ. হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন :

কাঁকড়া একটি রপ্তানিযোগ্য পণ্য। বর্তমানে কাঁকড়া চাষ মূলত প্রকৃতি নির্ভর। প্রাকৃতিক পরিবেশে জোয়ার-ভাটা বিধৌত প্যারাবন (mangrove) সমৃদ্ধ মোহনা এলাকায় কাঁকড়ার আবাসস্থল। পরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়া ডিম ও পোনা ছাড়ার জন্য গভীর সমুদ্রে পরিব্রাজন করে বিধায় হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের জন্য বেরিড বা মা কাঁকড়া পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমিক গবেষণার মাধ্যমে পরিপক্ক মা (gravid) কাঁকড়া হতে প্রজনন উপযোগী ডিম বহনকারী (berried) মা কাঁকড়া উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

এক্ষেত্রে, ৩০ পিপিটি মাত্রার লবণ পানি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৬৯% berried কাঁকড়া উৎপাদিত হয়েছে এবং এ কাঁকড়া ব্যবহার করে পোনা উৎপাদনের সাফল্য ৯৮% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু পোনার নার্সারি ব্যবস্হাপনায় বেঁচে থাকার হার প্রায় ১.০% । যদিও সারা বিশ্বে এ হার গড়ে ৫.০% । কাঁকড়ার পোনার মৃত্যুহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা চলমান রয়েছে।

ছ. উপকূলে সী-উইড চাষ :

ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র থেকে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সী-উইড প্রজাতির চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণা পর্যবেক্ষণে কক্সবাজারস্থ সেন্টমার্টিন দ্বীপ, বাঁকখালী মোহনা ও টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৯০ প্রজাতির সী-উইডের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ১০ প্রজাতির সী-উইডকে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। সী-উইডের ৩টি প্রজাতির *(Sargassum oligocystum, Caularpa racemosa* ও *Hypnea spp.)* সী-উইড সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ইনানী ও বাকখালীতে horizontal net ব্যবহার করে চাষ করা হয়। তিনটি স্থানে ৬০ থেকে ৯০ দিনে চাষকৃত সী-উইডের মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ সেন্টমার্টিনে ১৭ কেজি, মধ্যম বাঁকখালীতে ১২ কেজি এবং সর্বনিম্ন ইনানীতে ১০ কেজি পাওয়া গেছে। এসব সী-উইড উন্নত খাদ্যমান ও ঔষধি গুণসম্পন্ন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ-যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশ এবং শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কক্সবাজার উপকূলে উৎপাদিত সী উইড

জ. সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল নির্ধারণ :

বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণে বছরের ২০শে মে হতে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার নিষিদ্ধকালীন সময় নির্ধারণ করা আছে।

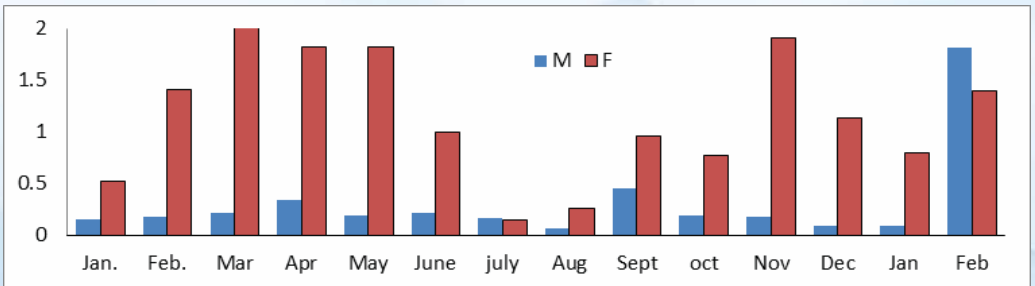

রুপচান্দা মাছের GSI (Gonadosomatic Index) মানের রেখাচিত্র

সামুদ্রিক মাছের প্রজননকালীন সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ সময় যুক্তিযুক্তকরণে গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭টি মাছের প্রজনন সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ মাছগুলো হলো রুপচান্দা *(Pampus chinensis)*, ফলি চান্দা *(Pampus argenteus)*, কাল চান্দা *(Parastropmateus niger)*, ছুরি মাছ *(Trichiurus haumela)*, লাল পোয়া *(Johnius argentatus)*, ভেটকি *(Lates calcarifer)* ও হুন্দ্রা বাইলা *(Sillaginopsis panijus)* মাছ। সারা বছরব্যাপী এসব মাছের নমুনা সংগ্রহ করে ডিমের হিস্টোলজী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রজননকাল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

ঝ. ঝিনুক ও শামুকের পুষ্টিমান নির্ণয় :

আমাদের দেশে অনেক প্রজাতির মিঠাপানি ও সামুদ্রিক ঝিনুক ও শামুক পাওয়া যায়। এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের মাঝে অনেকগুলোরই খাদ্যমান অধিক উন্নতমানের। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি ঝিনুক প্রজাতি হচ্ছে ওয়েস্টার। ওয়েস্টারকে স্থানীয়ভাবে 'কস্থরা' বা 'কস্থরী' বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজাতির ওয়েস্টার সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উপকূলে ওয়েস্টার চাষের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে এটি দেশের একটি অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদিও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার অধিকাংশ ওয়েস্টার, ঝিনুক ভক্ষণে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু, উপজাতি গোষ্ঠীর মাঝে ওয়েস্টারের মাংসল অংশ সুস্বাদু খাবার হিসেবে বিবেচিত। ওয়েস্টার ঝিনুক অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য যেটিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে। এ ছাড়াও ওয়েস্টারে উচ্চমাত্রায় অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে যেগুলো নিশ্চিতভাবে হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক এবং নিম্ন রক্ত চাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। সামুদ্রিক ঝিনুকের ২ প্রকার ফ্যাটি এসিড (EPA, DHA) শিশুদের মস্তিক গঠন ও বয়স্কদের বার্ধক্য প্রতিহত করে। নীচের সারণিতে সামুদ্রিক ঝিনুক এবং মিঠাপানির শামুক ও ঝিনুকের অ্যামাইনো ও ফ্যাটি এসিড প্রফাইল দেয়া হলো।

wSbK I kvgK	A¨vgvB‡bv GwmW cdvBj									
	Asp	Thr	Met	Val	Leu	Ileu	His	Lys	Tyr	Arg
mvgw`K wSbK *S. cuccullata*	4.5	2.7	1.1	2.1	3.5	2.4	2.7	4.1	2.5	2.8
Av‡cj kvgK *P. globosa*	3.4	2.1	0.8	1.6	2.6	1.8	2.0	3.1	1.9	2.2
wgVvcwbi wSbK *L. marginalis*	2.6	1.6	0.6	1.2	2.0	1.4	0.8	2.4	1.5	1.6
wgVvcwbi wSbK *L. corrianus*	2.8	1.7	0.7	1.4	2.2	1.5	0.9	2.6	1.7	1.8

wSbK I kvgK	d¨wU GwmW cdvBj								
	SFA	UFA	MUFA	PUFA	LA	ALA	ARA	EPA	DHA
S. cuccullata	51.2	48.8	22.2	26.6	2.3	2.9	6.3	9.6	5.3
Pila globosa	48.5	51.5	30.1	21.4	9.2	4.6	7.5	0.0	0.0
L. marginalis	44.9	55.1	43.8	11.3	3.3	3.1	2.6	1.1	0.9
L. corrianus	44.0	56.0	22.0	34.0	8.7	11.6	7.0	6.5	0.0

৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বিগত ১১.০৬.২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ০৭.০৬.২০১৭ তারিখে ইনস্টিটিউটের সাথে এর অধীনস্থ ৫টি কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। তাছাড়া, ২০১৭ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক।

৮. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal-SDG) অর্জনে ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী গবেষণা চলমান রয়েছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনস্টিটিউট হতে বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ, ইলিশসহ নদীর অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক ও ঝিনুকসহ অপ্রচলিত জলজ প্রাণির প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন, পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সী উইড চাষ এবং সামুদ্রিক মাছ হতে মূল্য সংযোজিত (Value added) পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

ইনস্টিটিউটে আলোচ্য সময়ে ১২৫টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৩৭টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অনিষ্পন্ন ৮৮টি আপত্তির মধ্যে ৪১টির জবাব অডিট দপ্তরে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৭টি আপত্তির জবাব তৈরির কার্যক্রম বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত ইনস্টিটিউটের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে চলমান রয়েছে।

১০. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ সালে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ৮ জন বিজ্ঞানী চিংড়ি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার (পিএইচডি) সুযোগ লাভ করেছেন। এছাড়াও, ইনস্টিটিউটের ৩০ জন বিজ্ঞানী স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছেন। অপরদিকে, ইনস্টিটিউটের ICT সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, ইনোভেশন, ই-নথি, ই-টেন্ডার বিষয়ে ১১৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১. ইলিশ বিষয়ক Apps তৈরী :

ইনস্টিটিউট হতে ইলিশ বিষয়ক Apps 'বিএফআরআই ই-ইলিশ' উদ্ভাবন করা হয়েছে। Apps এ ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র, অভয়াশ্রম, খাদ্যাভাস, ডিম ধারণ ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা কৌশল, সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসহ বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

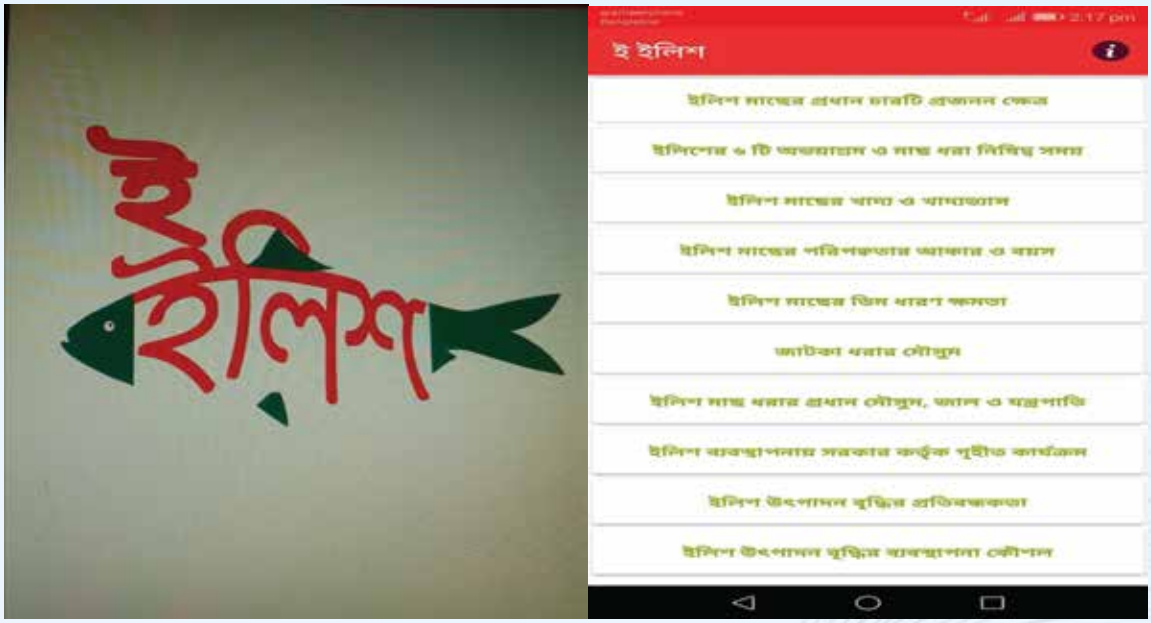

ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলিশ বিষয়ক এপ্‌স

১২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে "নৈতিকতা" কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিটি কর্তৃক নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি, সময়মত এবং সঠিকভাবে দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদন এবং সরকারি বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক অর্থ ব্যয়ের সুপারিশসহ ৪টি সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০১৭-১৮ সালে ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানী ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

১৩. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ এর আওতাধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রে ২০১৭-১৮ সালে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

www.blri.gov.bd

১. পটভূমি :

১৯৮৪ সালে মহামান্য রাস্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মযাত্রা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে বিএলআরআই এর ৯ নং আইনটি বিগত ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক বলবৎ করা হয়। গ্রামীণ দারিদ্র্য নির্মূল, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, আয়বৃদ্ধি, প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিজকৃষি উন্নয়নকে উপজীব্য করে স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ইনস্টিটিউট গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উদ্ভাবিত নতুন চারটি প্রযুক্তিসহ এ পর্যন্ত মোট ৮৩ টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে এবং ৪ টি প্রযুক্তি মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে। সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিসমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ (Mission) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives) :

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- সম্ভাবনাময় দেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন এবং
- দারিদ্র্য বিমোচন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main functions) :

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রাণিসম্পদের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, বাসস্থান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

- দেশী ও বিদেশী জাতের ঘাস সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামারীদের মাঝে সিড ও কাটিং বিতরণ এবং ভেষজ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রাণিজ প্রোডাক্ট তৈরী, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও বাজারজাত সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে খামারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে সহায়তাকরণ;
- প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন;
- জাতীয় প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং দায়িত্ব পালন।

৬. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

৬.১. প্রযুক্তি উদ্ভাবন :

৬.১.১. বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত (এমসিটিসি) :

বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তালিকার প্রথম দিকে। অন্যান্য প্রাণীকুলের তুলনায় পোল্ট্রি প্রজাতি পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। অন্যদিকে দেশে মুরগির মাংসের অর্ধেকের বেশি আসে বাণিজ্যিক ব্রয়লার থেকে যার পুরোটাই আমদানি নির্ভর। কিন্তু বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পোল্ট্রি শিল্পের উপর দৃশ্যমান হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন করা জরুরি।

মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)

সেই বিবেচনায়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সম্প্রতি দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত "মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)" উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত মাংসল জাতের এ মুরগিগুলো একদিন বয়সে হালকা হলুদ থেকে হলুদাভ, কালো বা ধূসর রংয়ের পালক দেখা যায় যা পরবর্তিতে দেশি মুরগির মতো মিশ্র রংয়ের (Multi-colors) হয়ে থাকে। গবেষণা খামার ও মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আট সপ্তাহে গড় দৈহিক ওজন ৯০০-১০০০ গ্রাম, মোট খাদ্য গ্রহন ২২০০-২৪০০ গ্রাম/মুরগি ও গড় খাদ্য রুপান্তর হার ২.২০-২.৪০ এবং গড় মৃত্যুহার ১.৫-২.০%। এছাড়া ১০০০ টি এমসিটিসি জাতের মুরগির এক ব্যাচ লালন-পালন করে বাজার মূল্যভেদে ৪৫-৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায়। এ জাতের ১০০০ টি মুরগি পালনের জন্য উত্তর-দক্ষিন মুখী করে ৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২০ ফুট প্রস্থের দোচালা ঘর নির্মাণ করতে হবে। রোগ বালাই হতে নিরাপত্তার লক্ষ্যে বয়সভেদে রানীক্ষেত ও গামবুরো রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। এমসিটিসি জাতের মুরগির মাংসের স্বাদ ও পালকের রং দেশি মুরগির ন্যায় মিশ্র বলে খামারীগণ এর বাজার মূল্য বাজারে প্রচলিত সোনালী বা অন্যান্য ককরেল মুরগির তুলনায় বেশি পায়। নতুন উদ্ভাবিত মাংসল জাতের এমসিটিসি মুরগি খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণ সঠিকভাবে করতে পারলে একদিকে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক মাংস উৎপাদনকারী জাতের বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে।

৬.১.২. ক্ষুরারোগ দমন মডেল :

ক্ষুরারোগ একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিখুর বিশিষ্ট প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই এই রোগ দেখা যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের (দুই ঈদ) সময় এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেখা যায়। অতএব, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের দুই মাস পূর্বে গবাদি প্রাণীকে মানসম্পন্ন ত্রিযোজি টিকা প্রদানের ভাল সময়। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র বাঘাবাড়ি সংলগ্ন একটি গ্রাম আলোকদিয়ার এ ক্ষুরারোগ দমন মডেল তৈরী করা হয়। উক্ত মডেলটির আদলে বৃহৎ পরিসরে পাবনা এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। রোগতত্ত্ব অনুসন্ধানমূলক জরিপ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক খামারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের অর্থায়নে মানসম্পন্ন ক্ষুরারোগের টিকা সরবরাহ করার মাধ্যমে ক্ষুরারোগ বিস্তারের জন্য দায়ী প্রত্যেকটি অনুষঙ্গকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ মডেল তৈরী করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প থেকে উদ্ভাবিত কৌশলগত ক্ষুরারোগ দমন ব্যবস্থা মডেলটি এই রোগ দমনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

৬.১.৩. সাজনা গাছের চাষ পদ্ধতি এবং গো- খাদ্য হিসেবে সাজনা গাছের ব্যবহার :

বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির জন্য আঁশ জাতীয় ও দানাদার খাদ্যের অনেক অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণ করার জন্য অপ্রচলিত খাদ্য প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া, বাংলাদেশকে দুধে- মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে অবশ্যই আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দিতে হবে, যা আমরা সাজনা গাছের মাধ্যমে প্রায় অনেক অংশেই পূরণ করতে পারি। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাজনা গাছ সাজনা খাওয়ার জন্য বাড়ির আশপাশ এবং রাস্তার পাশে লাগিয়ে থাকে। সম্পতি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সাজনার উপর গবেষণা করে দেখেছে যে, বাংলাদেশে উদ্ভাবিত কালো বীজের সাজনা গাছ মার্চ-এপ্রিল মাসে ১৬০০০০ চারা প্রতি হেক্টর জমিতে লাগালে এবং মাটি থেকে ৪০ সে.মি উপরে বছরে ছয় (৬) বার কাটলে ৪০ টন শুকনা সজিনা পাতা খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এ খাদ্যে ১৭-১৮% আমিষ, ৯.৫ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি এবং ৭৪% পরিপাক যোগ্য জৈব্য পদার্থ থাকে, যার মাধ্যমে :

- বর্তমানে বাজারে ব্যবহৃত দানাদার খাদ্যের মোট খরচের ৪৫% টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব;
- গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় ৩৭৫-৪০০ গ্রাম মাংস বেশি উৎপাদন হয়;
- দুধের উৎপাদন ৩৫% বৃদ্ধিসহ দুধের ননির পরিমাণ ১% বৃদ্ধি পায়;
- সাজনা খাদ্যের মাধ্যমে Blood cholesterol প্রায় ৫০% কমে যায়;
- গরুর রোগ-ব্যাধি কম হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে হিটে আসে।

দেশে আপামর জনসাধারণের আমিষের চাহিদা মেটাতে, দারিদ্র্য বিমোচনে এমনকি গ্রামীণ যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উক্ত প্রযুক্তিটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

'সজনা গাছ ও পাতা

৬.১.৪. মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি :

মহিষের গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ দুর্বল প্রকৃতির এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরব হিট প্রদর্শন করে। ফলে কৃত্রিম প্রজননের সঠিক সময় নির্ণয় করতে না পারায় খামারী পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপরোক্ত জটিলতা থেকে উত্তোরণের মাধ্যমে মহিষে কৃত্রিম প্রজননের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিএলআরআই মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে এবং দেশী আবহাওয়া উপযোগি মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে খুব সহজেই গাভীকে যথাসময়ে হিটে আনা সম্ভব হবে এবং সঠিক সময়ে কৃত্রিম উপায়ে বীজ প্রদানের মাধ্যমে প্রজনন হার বৃদ্ধি পাবে।

৬.২. প্রযুক্তি হস্তান্তর :

গত ৩০/৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উদ্ভাবিত ৪ টি প্রযুক্তি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি, ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা-১৯ ও জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তরিত প্রযুক্তি ৪টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

৬.২.১. ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি :

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাস বা গাজনকৃত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলে। আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য ডোল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিতে ৮০ কেজি থেকে ১,০০০ কেজি আকারের ডোল সাইলো তৈরী করতে পারেন। ১০০০ কেজি সাইলেজ তৈরীতে সর্বমোট খরচ ২৭২৫/-। আমাদের দেশে কাঁচা ঘাসের অভাবের সময় ডোল সাইলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬.২.২. বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা) :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর পোল্ট্রি বিজ্ঞানীবৃন্দ উন্নত পিওর লাইন থেকে ধারাবাহিক সিলেকশন ও ব্রিডিং এর মাধ্যমে সম্প্রতি একটি গাঢ় বাদামী বা সোনালী বর্ণের ডিম পাড়া মুরগীর স্ট্রেইন উদ্ভাবন করেছে। লাল ঝুঁটি ও সোনালী পালক বিশিষ্ট উদ্ভাবিত নতুন জাতের মুরগিকে বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ বা স্বর্ণা নামে নামকরণ করা হয়েছে। উদ্ভাবিত স্বর্ণা লেয়ার স্ট্রেইন সরকারি-বেসরকারি খামারে সঠিকভাবে সম্প্রসারণ করতে পারলে একদিকে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক ডিম উৎপাদনকারী লেয়ার বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এছাড়া, একদিন বয়স্ক লেয়ার বাচ্চার বাজারমুল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এ প্রযুক্তিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৬.২.৩. উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞানসম্মত কৌশল :

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী জাতের মুরগী খামারী পর্যায়ে লালন-পালন করে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠী আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাতে পারে তেমনি সামাজিকভাবে সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্থানীয় দেশীয় জাতের তুলনায়, এ মুরগির ডিম উৎপাদন প্রায় ৩ গুণেরও বেশি তেমনি দৈহিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় ৮ সপ্তাহেই বাজারজাত করা যায়। গ্রামীণ কৃষক পর্যায়ে আংশিক সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ৬টি মুরগি ও ২টি মোরগ লালন-পালন করলে আয় ব্যয়ের অনুপাত ১.৮:১ হয় অর্থাৎ ১ (এক) টাকা ব্যয় করে ১.৮ টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারেন। উন্নয়নকৃত জাতের দেশী মুরগি পালনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের কৃষক পরিবার এমনকি শহরের আশ-পাশের বাসিন্দাগণও স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করে স্বল্প বিনিয়োগে ও অল্প সময়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। প্রযুক্তির উপকরণসমূহ খুবই সহজলভ্য, স্বল্প মূল্যের এবং সহজেই ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় দেশের নারীগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি প্রযুক্তি। সারা দেশের জনগণ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

৬.২.৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচ আই পরীক্ষার জন্য এইচ এন্টিজেন :

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুরগি তথা পাখি জাতীয় প্রাণীর ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের ভাইরাসের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপি। পোল্ট্রি শিল্পের জন্য এ রোগ হুমকিস্বরূপ। সকল বয়সের ও সকল জাতের মুরগি এ রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে বাড়ন্ত মুরগিতে মৃত্যুর হার বয়স্ক মুরগির তুলনায় বেশী। ব্যাপকভাবে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সংক্রামণ হয়েছে এমন দেশগুলি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন দিয়ে আসছে। দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে তেমন সাফল্য পাওয়া যায় নাই।

এ অবস্থায় এ রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকার ভ্যাকসিনকে সহযোগী হিসাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সঠিকভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হলে খামারীরা উপকৃত হবে এবং এ রোগ প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একই সাথে এ শিল্পে নতুন বিনিয়োগ হবে। বাংলাদেশ সরকার বিগত বৎসরগুলি অভিজ্ঞতা এবং এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শে গত ২০১২ সাল হতে প্রথমে দেশের দুইটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ রোগের ভ্যাকসিন দেয়া শুরু করে। উক্ত জেলাগুলিতে ভ্যাকসিন প্রদানের পর রোগটি নিয়ন্ত্রণে আশাব্যাঞ্জক ফল পাওয়ায় পরবর্তীতে তা সারা দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু খামারে ভ্যাকসিন দেয়ার পর তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য মানসম্পন্ন এন্টিজেন সহজলভ্য না হওয়ায় ভ্যাকসিন পরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং ভ্যাকসিন এর কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিষয়টি বিবেচনা করে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচ আই পরীক্ষার জন্য এন্টিজেন উদ্ভাবন এর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়। উদ্ভাবিত এই এন্টিজেন ও পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযোগি। যে কোন গবেষণাগারে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।

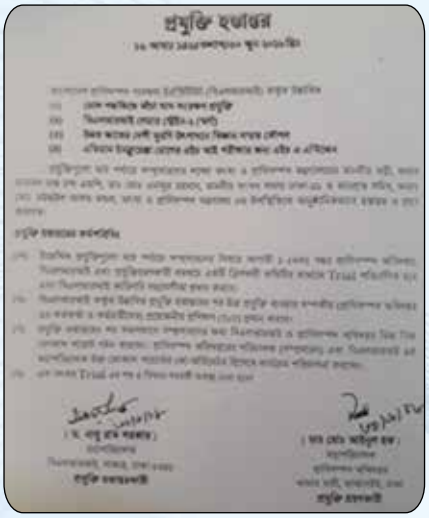

হস্তান্তরিত ৪টি প্রযুক্তি

৬.৩. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবা :

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাণি পালন বিষয়ে ৩৮৭ জন, প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ে ৭৩৮ জন, পোল্ট্রি পালন বিষয়ে ২২৪ জন এবং ঘাস চাষ বিষয়ে ২৭৪ জনসহ মোট ১৬২৩ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ পালন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি খামারী পর্যায় হতে আগত ২৮০ টি খাদ্য নমুনা বিশ্লেষন, ২২৬৪ টি রোগের নমুনা পরীক্ষণ, ৪২০৩ টি প্রাণি/পোল্ট্রি বিতরণ এবং ৩৮.৭৮ লক্ষ উচ্চ ফলনশীল ঘাসের কাটিং বিতরণ করেছে। এছাড়া গত ৩০/৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই কর্তৃক প্রজননক্ষম নিলি-রাভি ষাঁড় মহিষ এবং রেড চট্টগ্রাম ক্যাটেল ষাঁড় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি, ঢাকা-১৯ এর মাননীয় সংসদ সদস্য ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রইছউল আলম মন্ডল এর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

প্রজননক্ষম নিলি-রাভি ষাঁড় মহিষ এবং রেড চট্টগ্রাম ক্যাটেল ষাঁড় হস্তান্তর

৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-১৮ এ ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২০টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৫ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ৯৮.৭৫% অগ্রগতি হয়েছে। আবশ্যিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৯৫% এবং মোট ৯৭% অর্জন হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১২ টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ এবং বিদ্যমান দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৮-১৯) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৮. SDGs অর্জনের অগ্রগতি :

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় চলমান প্রকল্প, ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিরোনাম ও সম্ভাব্য বাজেট এবং ২০২১-২০৩০ খ্রিঃ মেয়াদকালের প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের আওতায় ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

৯. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান অডিট আপত্তির মধ্যে ১৪ টি আপত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম :

প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ১২০১ জন খামারী/উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে ২৭৩ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দদের হস্তান্তরিত প্রযুক্তি বিষয়ে ৩ টি পৃথক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকর্তা ও খামারী/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

গত ৬ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন "রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের "ইনসেপশন ওয়ার্কশপ" ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ আইনুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক, ড. নাথু রাম সরকার।

"রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের "ইনসেপশন ওয়ার্কশপ"

১১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন গ্রেডের ৪ জন কর্মচারিকে প্রণোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

"শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শীর্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রশিক্ষণ

১২. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বক্স থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি ।

১৩. উপসংহার :

মান সম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে । বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অত্র ইনস্টিটিউট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর ।

বাঃ মঃ উঃ কঃ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc-gov.org

ভূমিকা :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) ১৯৬৪ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং ৪ বলে ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সনে এ্যাক্ট নং-২২ দ্বারা "বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন" নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠা হতেই অত্র কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বামউক সরকারী মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কার্যালয়সহ ১৩টি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত। এ কর্পোরেশন FAO এর সহযোগিতায় ১৯৬৬-৭২ সনে বঙ্গোপসাগরে সাউথ প্যাসেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইষ্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামক ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিস্কার করে। কর্পোরেশন কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে কাওরান বাজারস্থ ২৩-২৪ নং প্লটে বিএফডিসি'র প্রধান কার্যালয়ের ১৫ তলা ভিত সহ ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে কর্পোরেশনের অধীন সরকারি অর্থায়নে ১৬৮.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং আরও নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

সামুদ্রিক, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছানো।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সনের আইন অনুসারে) :

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহণ, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;

- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর ।

৫. প্রধান কার্যাবলী :

- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদান;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান ;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন এবং
- উপরোক্ত সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

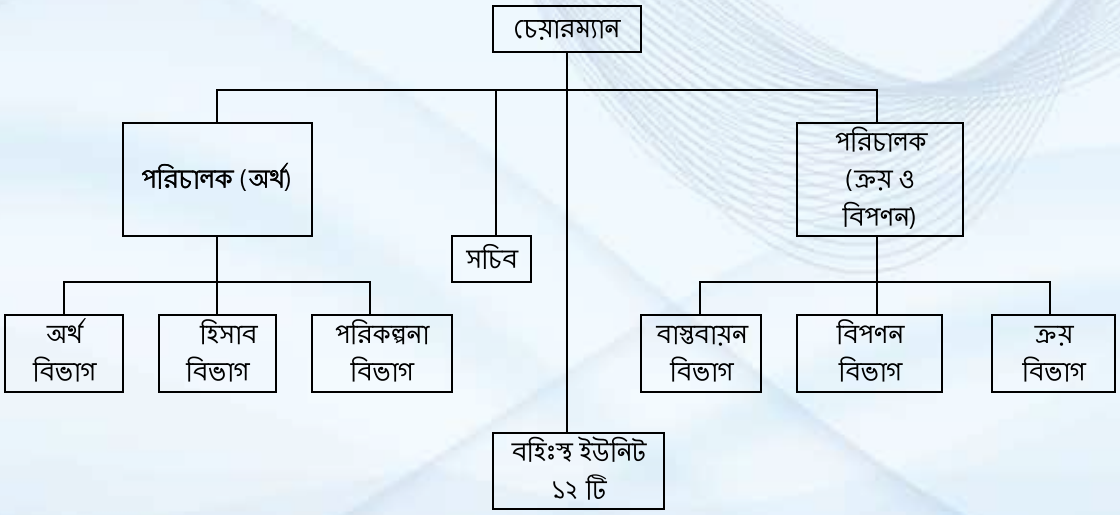

কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩১ জন জনবলের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ২৮১ জন জনবল কর্মরত আছে এবং ৪৫০ জন জনবলের পদ শূণ্য আছে। কর্পোরেশনের শূণ্য পদে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে।

৭. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

ক. কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক কাপ্তাই লেকে স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মাছের প্রায় ৭০ ভাগ কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সমূহে এবং প্রায় ৩০ ভাগ লেক এলাকার স্থানীয় বাজারে অবতরণ হয়ে থাকে। কাপ্তাই লেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদিত মাছের মধ্যে কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্র সমূহে ১০,১৫২ টন এবং স্থানীয় বাজার সমূহে প্রায় ৩,০৪৮ টন মাছ অবতরণ করা হয়। অবতরণকৃত মাছের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কাপ্তাই লেকে প্রায় ১৩,২০০ টন মাছ উৎপাদন হয়।

খ. কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ :

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বছর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭১১৩ কেজি রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিএফডিসি-র নিজস্ব হ্যাচারির মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে তা কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করার কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ
কাপ্তাই লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন

কাপ্তাই লেকে মাছের প্রজননকে নির্বিঘ্ন করার জন্য প্রতি বছর তিন মাস (মে-জুলাই) মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে জেলেদের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯৪৭৩ জন জেলেকে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ৩৮৯.৪৬ মে.টন চাউল প্রদান করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে নিজস্ব হ্যাচারীতে রেণু পোনা উৎপাদন

গ. মৎস্য অবতরণ :

দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় কক্সবাজার, খুলনা ও বরগুনা জেলার ৩টি এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ৪টি অবতরণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২০,২০৬ টন মাছ অবতরণ হয় যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৫,৪৩৫ টনে উন্নীত হয়েছে।

ঘ. ঢাকা শহরে আধুনিক মৎস্য বিপণন কেন্দ্র উদ্বোধন :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের যাত্রাবাড়ীস্থ ঢাকা মহানগর আধুনিক মৎস্য বিপণন সুবিধাদি কেন্দ্রের অধীন দেশের প্রথম স্পেশালাইজড মৎস্য মার্কেট গত ২৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ মার্কেটে মৎস্য ব্যবসায়ীগণ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তাদের মৎস্য অবতরণ করতে পারবেন এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ যাত্রাবাড়ীস্থ
ঢাকা মহানগর মৎস্য বিপণন সুবিধাদি কেন্দ্র উদ্বোধন করেন

ঙ. মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ :

বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজারস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। এ খাতে বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কর্পোরেশনের ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৫,২০০ টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ হয়।

চ. বরফ উৎপাদন :

বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশনের ৫টি বরফকলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩,০৬৫ টন বরফ উৎপাদন করা হয়।

ছ. ঢাকা শহরে মৎস্য বাজারজাতকরণ :

ঢাকা শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের মাছের সহজ লভ্যতার জন্য প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬০ মে: টন ফরমালিন মুক্ত মাছ ভ্রাম্যমান ফিশিং ভ্যানে বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের কাজের সুবিধাথে Dressed Fish বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

জ. রাজস্ব আয় :

বিএফডিসি'র আয়ের উৎস খুবই সীমিত। তথাপি সীমিত আয়ের উৎস থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১,৯৯০.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়। যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩,১৪৮.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ঝ. নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ড :

সদর দপ্তর নির্মাণ : কর্পোরেশনের সদর দপ্তর নির্মাণের জন্য ১৯৭৫ সনে রাজউক হতে ক্রয়কৃত কাওরান বাজারস্থ ২৩-২৪ নং প্লটের ১০ কাঠা জমিতে নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা ভবনের ভিত্তিসহ ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম তলার অংশ বিশেষ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। এতে কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

২৩-২৪ কাওরান বাজারে নবনির্মিত বিএফডিসি'র প্রধান কার্যালয়।

ঞ. উন্নয়ন প্রকল্প :

বর্তমানে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিম্নোক্ত ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। অন্যদিকে সদ্য সমাপ্ত "মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে" প্রকল্পটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল আশ্রয়ণ এলাকায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক শুটকি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও ইটিপি প্রকল্প চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিকন্তু, বিএফডিসি-র নিজস্ব অর্থায়নে রাঙ্গামাটি ইউনিটের আওতাধীন কাপ্তাই লেকে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য ৮৫,০২,৬০০ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে।

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৯	৫৯.৭০
২	হাওড় অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	০১/০৪/২০১৪ হতে ৩১/০৩/২০১৯	৬৫.৫৮
		মোট	**১২৫.২৮**

১. মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম :

প্রকল্পটি ৪২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমসহ সারা বছর ছোট ও মাঝারী সাইজের জাহাজ, বার্জ, ট্রলার ইত্যাদি মেরামত ও ডকিং এর সুবিধার্থে দুই-চ্যানেল বিশিষ্ট এ স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে যার দ্বারা মাসে কমপক্ষে ৪টি এবং বছরে কমপক্ষে ৪৮টি ট্রলার/জাহাজ ডকিং-আনডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি চালু হলে প্রত্যক্ষ ৩৪ জন জনবলসহ পরোক্ষ ৫৫০ জন দক্ষ-অদক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব দিলদার আহমদ
মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের টি হেড জেটি পরিদর্শন করেন

২. দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত দেশি ও সামুদ্রিক মাছের Post Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এর আওতায় নিম্নোক্ত ৪টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। যথা: ১. মহিপুর, পটুয়াখালী, ২. আলিপুর, পটুয়াখালী, ৩. পাড়েরহাট, পিরোজপুর, ৪. রামগতি, লক্ষীপুর।

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

মহীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

এ প্রকল্পের মহিপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য হিমাগার এবং লক্ষীপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এছাড়া আলিপুর ও পাড়ের হাটে অবতরণকৃত মাছ বরফজাতকরণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা থাকবে। এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য বর্ণিত ৪ (চার) টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রের অধীগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় ৫০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাড়েরহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় ৪০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

৩. হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

হাওড় বাঁওড় হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য হাওড় অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত ০৩টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১. ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
২. মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা
৩. ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ

এ প্রকল্পের অধীনে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া কিশোরগঞ্জস্থ ভৈরব কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৮৩.৬ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ১১/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

নির্মিতব্য মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা

নির্মিতব্য সুনামগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

০৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই লেক এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের জন্য ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে এবং দেশের হাওড় অঞ্চলে ৩টি মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এতে জেলেরা তাদের মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

কর্পোরেশনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৪৮ অডিট আপত্তি ছিল। তন্মধ্যে বিগত বছরসমূহে ৪৪৫টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ-প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট খোলা, হালনাগাদকরণ অফিসিয়াল কার্যক্রমগুলো আইসিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করছেন বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব দিলদার আহমদ

এছাড়াও সকল টেন্ডার নোটিশ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি, চাকুরীর আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাব শাখার কার্যক্রম ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে হিসাব সংক্রান্ত Software installation এর মাধ্যমে আয়-ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ১টি ই-মেইল ঠিকানা চালু রয়েছে (bfdc_64@yahoo.com)।

ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত এটুআই প্রকল্পের লাইভ সার্ভারের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সংযুক্ত আছে। এছাড়া ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সিপিটিইউ এর লাইভ সার্ভারের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সংযুক্ত আছে। কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল কেন্দ্রের ই-মেইল ঠিকানাও খোলা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত চিঠি আদান-প্রদান কার্যক্রম চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্যাদি আদান/প্রদানের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৫/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৬. উপসংহার :

সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এর উপর আরোপিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানি কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক সেক্টর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এহেন অবস্থায় ১৯৭৩ সনের ২২ নং আইনে যে সকল mandate কর্পোরেশন'কে দেয়া হয়েছিল বর্তমানে ঐ mandate সমূহ সার্বিক বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া দেশের মৎস্য খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

www.mfa-mofl.org

ভূমিকা :

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন কাজের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে পরিত্যক্ত অবস্থায় ডুবে থাকা জাহাজ এবং মাইন অপসারণ করে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের নির্ধারিত কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তা আহরণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে তদানিন্তন রাশিয়ান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য শিকারি জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করে। ভবিষ্যতে যাতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা যায় এবং আরও ব্যাপক হারে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার কর্তৃক রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগীতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ একাডেমির ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র দেশে-বিদেশে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সেক্টরের পাশাপাশি নৌ বাণিজ্যিক সেক্টরেও প্রসারিত হয়।

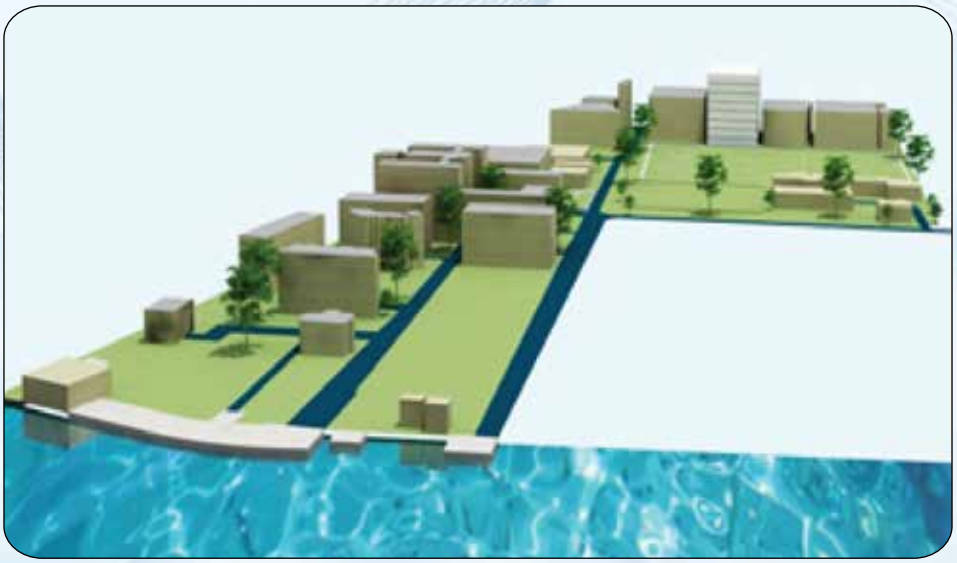

একাডেমি ক্যাম্পাসের ভূ-চিত্র

২. রূপকল্প :

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ।

৩. অভিলক্ষ্য :

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণসহ নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরির বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. মৎস্য শিকারে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌ বাণিজ্যিক জাহাজ চালানোর উপযোগী এবং রপ্তানীযোগ্য সুদক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

২. মৎস্য শিকারে নিয়োজিত যান্ত্রিক নৌকা ও ইঞ্জিনের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমুদ্রে জীবন রক্ষার বিষয়ে নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং জাহাজে ক্যাডেটদের সাহায্যকারী ডেকহ্যান্ডদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং

৩. মৎস্য শিকারে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজে নিয়োজিত অফিসারদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ।

৫. প্রধান কার্যাবলি :

ক্যাডেট ভর্তি ও নির্ধারিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

৬. বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন গ্রেড
০১.	অধ্যক্ষ	১	৪
০২.	ঊর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর	২	৫
০৩.	ইন্সট্রাক্টর	৫	৬
০৪.	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৫	৯
০৫.	মেডিকেল অফিসার-কাম-ইন্সট্রাক্টর	১	৯
০৬.	এডুকেশন অফিসার	২	৯
০৭.	ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর	১	১০
০৮.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১১
০৯.	ফোরম্যান (মেকানিক্যাল)	১	১১
১০.	অন্যান্য কর্মচারী	৪৪	১৩-২০
	মোট :	**৬৩**	-

উল্লেখ্য যে, বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত ৬৩টি পদের সাথে বিভিন্ন ক্যাটাগরির আরও ৫৯টি পদ যুক্ত করে মোট পদের সংখ্যা ৬৩+৫৯= ১২২ এ উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান আছে। এর ফলে একাডেমিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাষ্টার মেরিনার এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে, যা একাডেমিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ।

৭. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয় ভিত্তিক সচিত্র (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) বর্ণনা :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ একাডেমিতে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে উক্ত অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় একাডেমির স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

৭.১. দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি :

বিভাগ	সংখ্যা	মোট
বিএসসি (পাস) নটিক্যাল	৩২ জন	৮৪জন
বিএসসি (পাস) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩২ জন	
বিএসসি (পাস) মেরিন ফিশারিজ	২০ জন	

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গ্রাজুয়েশন প্যারেড-২০১৭ উপলক্ষ্যে
ক্যাডেটগণ কর্তৃক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সালাম প্রদান

৭.২. বাজেট বাস্তবায়ন :

ধরণ	বরাদ্ধ	ব্যয়
রাজস্ব বাজেট	৭৫৩ লক্ষ টাকা	৭১২ লক্ষ টাকা
উন্নয়ন বাজেট	নাই	নাই

৭.৩. আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ :

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৫৩.০৫ লক্ষ টাকা	৫৩.৭০ লক্ষ টাকা

৭.৪. একাডেমির মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন এবং একাডেমির ক্যাডেটদের সী-ম্যান বুক/ (CDC) প্রাপ্তি :

প্রয়োজনীয় সী-ম্যান বুক/ Continuous Discharge Certificate (CDC) এর অভাবে পূর্বে এ একাডেমির ক্যাডেটগণ দেশে-বিদেশে নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরীতে যোগদান করতে পারত না। ফলে একাডেমির ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র মূলত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সেক্টরে সীমাবদ্ধ ছিল। ফিশিং ভেসেলের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় ক্যাডেটদেরকে বেকার জীবন যাপন করতে হতো। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ একাডেমি একটি মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের স্বীকৃতি লাভ করে এবং একাডেমির নটিক্যাল এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটদের সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরীতে যোগদানের জন্য নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় সী-ম্যান বুক/CDC ইস্যুর নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে পাশকৃত ৩৬তম ব্যাচের ৪৬ জন ক্যাডেট CDC প্রাপ্ত হয়ে চীনসহ বিভিন্ন দেশে সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরীতে যোগদান করেছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) বাস্তবায়ন :

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ একাডেমির সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। গত অর্থ বছরে একাডেমির স্কোর ৮০+ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত ১১ জুন ২০১৮ তারিখে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

SDG ক্রমিক-১৪ Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একাডেমির ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল লাইন এবং ১ লক্ষ বর্গ.কি. এরও বেশি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আচ্ছাদিত সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাব্যণাময় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতি পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করা হয়।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানে বড় রকমের কোন দুর্নীতির নজির নেই।

ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
০৬	৭৯.৯০ লক্ষ	০১	৬৭.৬৩ লক্ষ	০৫	১২.২৭ লক্ষ

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ একাডেমিতে নিম্নের সারণী অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ধরণ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	১২টি	১৮ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০৩টি	১৪ জন

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম :

ক. বার কোডের মাধ্যমে এ একাডেমির লাইব্রেরীর সকল বই সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার পদ্ধতি আপগ্রেড করা হয়েছে।

খ. এ একাডেমির ভিজিটিং লেকচারারদের সম্মানী বিল পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও সঠিকায়নের নিমিত্ত অটোমেশন সফটওয়ারে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।।

১৩. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম :

একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬১ ওয়ার্কস্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দাপ্তরিক এবং ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। একাডেমির নিজস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে (www.mfacademy.gov.bd)। ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহার চালু করা হয়েছে। ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

২০১৭-১৮ সালে এ একাডেমিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো যথারীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তি :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ একাডেমির অভিযোগ বাক্সে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি।

১৬. উপসংহার :

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে দেশের একমাত্র পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ দেশীয় গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজসমূহে এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিয়োজিত থেকে মৎস্য সম্পদ আহরণ ও রপ্তানির মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিদেশি ফিশিং জাহাজ ও নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে দক্ষতার সাথে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উল্লেখ্য, এযাবত এই একাডেমি থেকে ১৬৮৪ জন ক্যাডেট প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

www. bvc-bd.org

ভূমিকা :

ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান। "দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স" অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে প্রাণি চিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আর্মি, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশায় কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছে যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা (ভেটেরিনারি সার্ভিস) প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission :

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ভেটেরিনারি পেশাজীবী তৈরীতে সক্রিয় সহায়তা করা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objective) :

- প্রাণি চিকিৎসকদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- পেশাগত শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং
- নৈতিক মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions) :

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান;
- ভেটেরিনারি বিষয়ে বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বিভিন্ন প্রকার ফি নির্ধারণ এবং
- পেশা বহির্ভূত বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

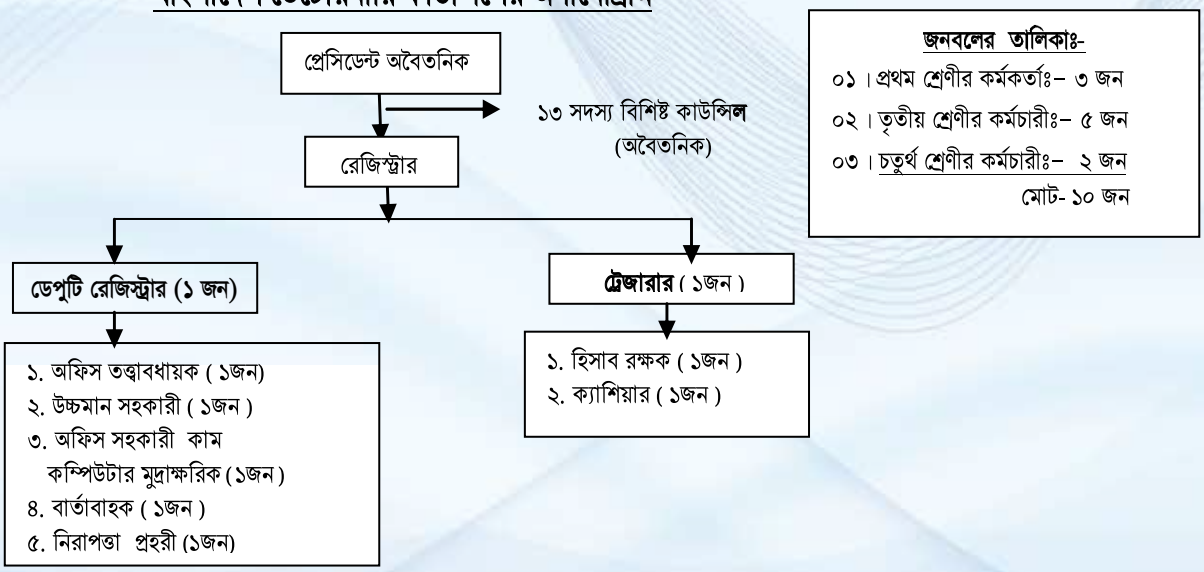

৭. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনা :

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান :

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পেশাগত কাজ করতে পারেন না বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই দক্ষ পেশাজীবিদের ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৭-২০১৭৮ অর্থ বছরে মোট ৪৮০ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান :

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হন এবং সঠিক প্রাণি চিকিৎসকের কাছ থেকে মান সম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ৫০৭ জন পেশাজীবি ভেটেরিনারিয়ানকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়।

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরির্দশন :

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সরজমিনে পরিদর্শন করে থাকেন। অত্র দপ্তর বিগত অর্থ বছরে ৪টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট ২টি পরিদর্শন টিম পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে। উভয় পরিদর্শন টিমে ২জন করে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক ও ৩ জন দেশী পরিদর্শক ছিলেন। প্রতিটি পরিদর্শন টিমের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ও একজন প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর।

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পি সি) পরিদর্শন :

ভেটেরিনারিয়ানগণ প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছেন ও নৈতিক মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১২টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

ঙ. ভবন নির্মাণ প্রকল্প :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয়। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার কারনে ১০ তলা ভিতের উপর ৫ম তলা ভবন নির্মাণের জন্য ১৫১৬.৭৯ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদনসহ অর্থ ছাড় করা হয়। শীঘ্রই ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এ প্রকল্পে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স হল, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরী, মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান, ডাইনিং হল ও ডরমেটরীর ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা যা দেশের ৪৯০ টি উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং ভেটেরিনারিয়ানগণের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে।

চ. কর্মশালা :

ক. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শালনা, গাজীপুরে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ১৯৪জন ভেটেরিনারিযান অংশ গ্রহন করেন।

খ) প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা
১	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।	৫৩ জন
২	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,আগারগাঁও,ঢাকা।	৩০ জন
৩	অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১২৮ জন
	মোট=	২১১ জন

ছ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণ :

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্ট্রাড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করেছে। ইতোমধ্যে ৫০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে নতুন ডাক্তারগণ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তাররা তাঁদের যে কোন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাঁদের কাংখিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। বর্তমানে বর্ণিত ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

জ. নারী শিক্ষার প্রসার :

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিলেন না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাতে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২%, ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২%। জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ সালে ২৫.৭৭% এবং ২০১৭-২০১৮ সালে ২৬.০৪%।

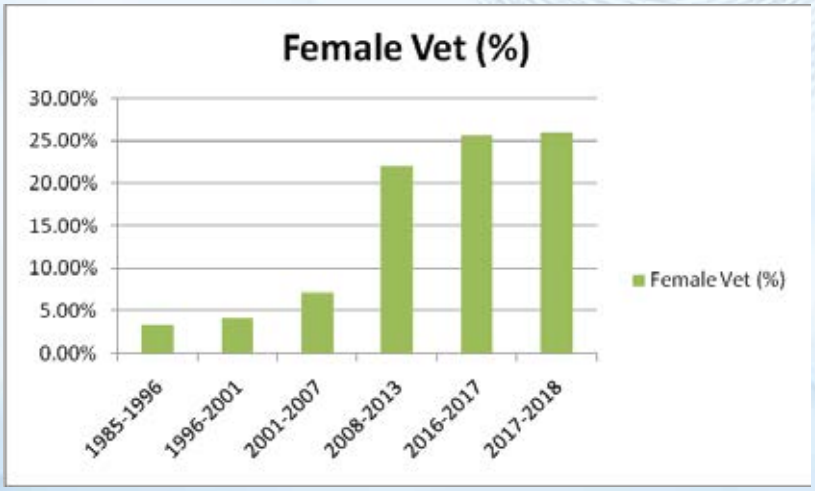

নারী ভেটেরিনারিয়ানদের বর্ষ ভিত্তিক শতকরা হার

ঝ. নারীর ক্ষমতায়ন :

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে।

ঞ. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড প্রকাশ :

এদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় সমতা আনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড (BVC Standard for Veterinary Education) প্রণয়ন করা হয়েছে। ঐ মানদন্ডে ৬৮-৭০% কোর ভেটেরিনারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া এ্যাকুয়াটিক ভেটেরিনারি মেডিসিন, নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য ও বন্যপ্রাণির স্বাস্থ্য সেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। BVC Standard for Veterinary Education বইটি এক হাজার কপি ছাপিয়ে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইন্টার্ণ ভেটেরিনারিয়ানগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৩য় বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ স্বাক্ষর করেছে। গত ২৮/০৬/২০১৮ইং খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল ও ডাঃ মোঃ ইমরান হোসেন খান, রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল-এর মধ্যে এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরের মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal and Target ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমুহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

গত ২৬-০৪-২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী অনুযায়ী তথ্য :

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভা সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল(বিভিসি)	২৩	০২	২১	-	-	

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

ভেটেরিনারিয়ানগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকতা কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম :

সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে, যেমন-প্রাণিচিকিৎসকদের ডাটাবেজ প্রণয়ন, Online এ Recommendation letter প্রাপ্তি এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা। তাছাড়া কিছু Apps তৈরীর বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে যার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে সেবা পাবেন।

১৩. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। e-tendering কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৪জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত এক ঘন্টা ব্যাপী ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সেগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১৬. উপসংহার :

ভেটেরিনারি শিক্ষা পেশা, পেশাজীবীগণের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের ১০ বছরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ পেশা ও শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও প্রচার ইউনিট হিসেবে কাজ করে থাকে। ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল খাত হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের উপর বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় সাম্প্রতিককালে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুষ্টির অভাব দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। এ প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

রূপকল্প (Vision) :

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত উন্নত কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সরবরাহ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অত্র দপ্তরকে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার' হিসেবে রূপায়িত করে তথ্য প্রবাহের আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives) :

লক্ষ্য :

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য :

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ সহনশীল (Sustainable) উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি (Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

- দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধী মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্টিকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্য-চিত্র তৈরী ও প্রচার;
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদেরকে সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন;
- কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে জনসম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;

- জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক-পুস্তিকা, মাসিক বার্তা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- মৎস্য প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন এবং
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচার।

সাংগঠনিক কাঠামো :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর ৩টি শাখা নিয়ে গঠিত। শাখাগুলো হলো : ১. প্রশাসন ও প্রকাশনা শাখা, ২. তথ্য, প্ল্যানিং, গবেষণা ও ট্রেনিং শাখা, ৩. গণমাধ্যম শাখা। প্রধান কার্যলয়ের অধীনে ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল ও কুমিল্লায় ৪ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। এ দপ্তরের মোট জনবল ৮১ জন। প্রথম শ্রেণির ৫ জন কর্মকর্তাসহ এ দপ্তরের মোট জনবল ৮১ জন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. পোস্টার মুদ্রণ :

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল পশু চেনার উপায়-২০১৭, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭, বিশ্ব জলাতংক দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর/১৭, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষ্যে "বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ, স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ" (হালকা সবুজ রং), ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক জনসচেতনতা সপ্তাহ-২০১৭, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষ্যে "বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ,স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ" (হলুদ রং), প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষ্যে "বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ, স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ" (অ্যাশ রং) ইত্যাদি বিষয়ে পোস্টার মুদ্রণ করে সকল জেলা উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

২. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ :

কোরবানীর পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিশ্ব জলাতংক দিবস, মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদের অবদান, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেট মুদ্রণ করে দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে ।

৩. পুস্তক/পুস্তিকা মুদ্রণ ও বিতরণ :

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/১৭ (পুন:মুদ্রণ), বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭, সাফল্যের ৮ বছর (২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭) ইত্যাদি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ ও দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে ।

৪. বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ :

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেরও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে ।

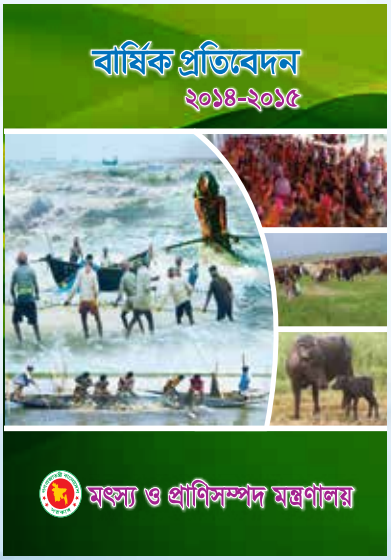

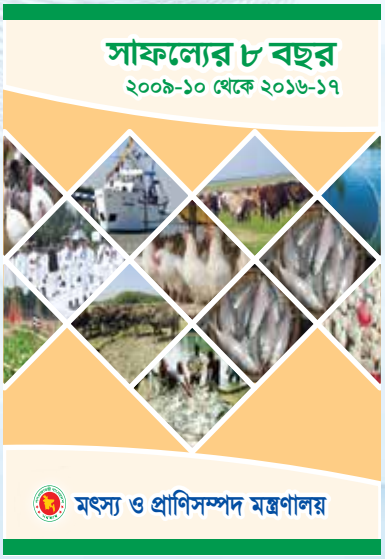

৫. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ :

বিভিন্ন ধরণের ফোল্ডার যেমন- হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধে করণীয়, একোয়াপনিক গার্ডেনিং ও ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, তিতির পালন, গোলশা মাছ চাষ, টার্কি পালন, নোনা ট্যাংরা কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গরু হৃষ্ট পুষ্টকরণ ইত্যাদি মুদ্রণ করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে ।

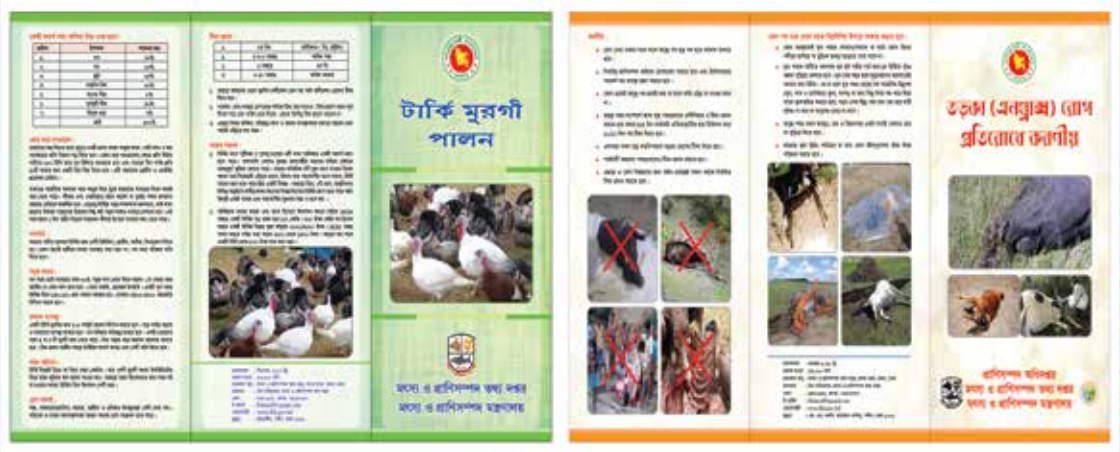

৬. টিভি ফিলার/ টিভি টেলপ নির্মাণ :

টিভি ফিলার ও টিভি টেলপ প্রস্তুত করে বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'জল আছে যেখানে মাছ চাষ সেখানে', 'কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল গবাদিপশু ক্রয় করুন', 'নিরাপদ মাংস উৎপাদনের সহজ উপায়', 'অর্থ পুষ্টি দুইই আসে দেশী প্রজাতির মাছ চাষে', 'ইলিশ বাংলাদেশের মাছ', 'স্বাদের মাংস ভেড়ার মাংস' উল্লেখযোগ্য ।

৭. ডকু ড্রামা/ প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ :

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাফল্য, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সাফল্য, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে " জাটকা ধরে করবোনা শেষ, বাঁচবে জেলে হাঁসবে দেশ", "সাফল্যের শীর্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়" বিষয়ে প্রমান্য চিত্র নির্মাণ পূর্বক বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে ।

৮. টক-শো :

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, ইলিশ সংরক্ষণ, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতংক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক দিবস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত 'টক শো' আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বাংলাদেশ বেতারে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত টক-শো

৯. ভিডিও ক্লিপ নির্মাণ :

"মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্জন" উল্লেখযোগ্য ।

১০. টিভিসি নির্মাণ :

'ডিম-দুধ মাছ মাংস ক্রয়, এখন আর সাধ্যের বাইরে নয়', 'স্বাদের মাংস ভেড়ার মাংস' উল্লেখযোগ্য ।

১১. বিজ্ঞপ্তি প্রচার :

বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ ২০১৭ ,সঠিকভাবে কোরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ/২০১৭, ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধে করণীয়, মা-ইলিশ সংরক্ষণ বিষয়ে করণীয় উপলক্ষে জনসচেতনতা বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করা হয় ।